অক্রুর সংবাদ-এর বর্জিত সূচনা

18.11.27 Bha

বৈকালের দিকে গাড়ি গোয়াড়ি স্টেশনে আসিল। অপুরচোখে দু-দু'বার কয়লার গুঁড়া পড়া সত্ত্বেও সে গাড়ির জানালাদিয়া মুখ বাড়াইয়া হাঁ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়াছিলসারাদিনটা। স্টেশনে স্টেশনে ওগুলোকেকিবলে ?সিগন্যাল?পাখা ?পড়িতেছে উঠিতেছে কেন ?ও রকম হয় ?—কেন ?গাড়ি যেখানে লাগিতেছে সেখানটা উঁচুমতো ইটের গাঁথা ঠিক যেন রোয়াকের মতো। তাকে প্ল্যাটফর্ম বলে ! কাঠের গায়েবড় বড় অক্ষরে সব স্টেশনের নাম লেখা আছে কুড়ুলগাছি, গোবিন্দপুর, [বেড়াচাঁপা] গোয়ালবানি, মনসাপোতা। গাড়ি ছাড়িবার আগে ঘণ্টা পড়ে—ঢং ঢং, ঢং ঢং-অপু গুনিয়াছে, চার [বার] ঘা। একটা বড় লোহার চাকার চারিধারে হাতল মতো। তাকেই ঘুরাইলে পাখা পড়ে-কুড়ুলগাছি স্টেশনে সে লক্ষ্য করিয়া দেখিল।

জগন্নাথপুর স্টেশনে পাশের লাইনে একখানা গাড়িআসিয়া দাঁড়াইল হুস্-স্-স্-স্-! ইঞ্জিনের কি আওয়াজবাপ্‌রে ! উৎসাহে, আনন্দে, বিস্ময়ে সে উত্তেজিত হইয়াউঠিল !... এতদিন কি ছেলেমানুষী ধরনের রেল-রেল খেলাইযে করিয়া আসিয়াছে ! এত কাণ্ড কি তখন সে জানিত ![ছাই] !একবার সেই বাবার সঙ্গে [শিষ্যবাড়ি] বিদেশে যাইতে ২রেলরাস্তাটা দেখিয়াছিল মাত্র। কি-ই বা জানে নেড়া। কি-ই বা জানে সতুদা। ছাই ! একবার যদি সে রেলগাড়িতে চড়িত এরআগে—কি করিয়াই খেলাটা সে জমাইতে পারিত এতদিন।কল্পনার উদ্দাম বেগে তার মস্তিষ্ক দিশাহারা হইয়া উঠিল। [তার] তাদের উঠানটায় কোন্ দিকে সিগ্‌ন্যাল পুঁতিত—কোন্ দিকেকাঠের তক্তায় লেখা থাকিত নিশ্চিন্দিপুর—না নিশ্চিন্দিপুর না—একটা বেশ ভালো নাম বাছিয়া বাহির করা যাইত—কোন্দিকে ঘণ্টা টাঙানো থাকিত—কোন্ দিকে টেলিগেরাপেরতার—বিদ্যুতের বেগে মনের চোখে সে সকলের নক্‌সা, স্থানচিত্রিত হইয়া গেল। কিন্তু শিখিল শিখিল একেবারে কিনা এমন সময়েই [শিখিল] যে আর সে খেলা হইবার উপায়নাই—দেশ-ছাড়া, গ্রাম-ছাড়া কোথায় কোন্‌খানে তাদেরযাত্রা] চলিয়াছে—আর কি নিশ্চিন্দিপুরের মতো খেলা-ধূলা সেখানে হইবে !

বেচারি দিদির কথা মনে হয় কেবলই। [সে কিছু দেখিল] সেই কলাই ক্ষেতে আরো পরে হারানো বাছুর খুঁজিতে [খুঁজিতে] আসিয়া [সেই] দিদির রেলরাস্তা দৌড়িয়া দেখিতে যাইবার সেই দিনটার কথাটি মনে পড়ে। [কত আগ্রহ ছিল তারএরপর] দিদি কিচ্ছু দেখিতে পাইল না। এই রেলগাড়ি চড়িয়াএত আনন্দ আর কি করিয়া] আজ যদি সে যাইত।

রেলরাস্তার দুধারের বড় বড় মাঠে ছায়া পড়িয়াআসিতেছে। আসন্ন বৈকালের স্নিগ্ধ ছায়ায় কেবলই মনে হয় দিদির মুখখানা—[সেই একদিন সে টেলিগেরাপের তার টাঙাইবে বলিয়া শাঁখারি-পুকুরের জঙ্গল, মুখুয্যে-বাগানেরজঙ্গল খুঁজিয়া পাতিয়া [সে টেলিগিরাপের তার টাঙাইবেবলিয়া] দিদি কতদিন যে গুলঞ্চের ছোটা সংগ্রহ করিয়াআনিয়াছে তাহার টেলিগিরাপের তার টাঙাইবার [জন্য]!

সর্বজয়া এইবার লইয়া মোটে দুইবার রেলে চড়িল।আর একবার সেই কোন্ কালে—উনি তখন নতুন কাশীহইতে আসিয়া সংসার পাতিয়াছেন—জ্যৈষ্ঠ মাসে আড়ংঘাটায়যুগলকিশোর দেখিতে গিয়াছিল—সে কি আজকার

কথা ?সেস্টেশনে স্টেশনে মুখ বাড়াইয়া খুশির (sic) সহিত লোকজনেরওঠা-নামা দেখিতেছিল। বউ-ঝিরা উঠিতেছে, নামিতেছেকেমন সব চেহারা—কেমন কাপড় চোপড়, গহনাপত্র। ভবিষ্যতের অজানা সৌভাগ্যের আশায় তার মন মুগ্ধ পুলকেভরিয়া উঠিতেছিল—এইবার যদি দুঃখ ঘুচে ! এইবার যদি দু-মুঠা পেট পুরিয়া খাইতে, খাওয়াইতে পারা যায়। [মানুষেরমধ্যে মান্য গণ্য ?হইবার লোক তো কত জোড়া জোড়াদেশি শান্তিপুরী পরে—তা সে চাহে না পালাপার্বণে দুখানাঅখণ্ড, একটু মানুষের মধ্যে গণ্য হওয়ার [উপযুক্ত কাপড়ের সংস্থান হইলেই] মত [শরীর] কিছুর সংস্থান হইলেই সে খুসিহইবে। জগন্নাথপুর স্টেশনে ভালো মুড়ির মোয়া [বিক্রয়]ফিরি করিতেছে, দেখিয়া সে ছেলেকে বলিল—অপু, মুড়িরমোয়া খাবি ?তুই তো ভালোবাসিস্ নেব তোর জন্যে ?টেলিগ্রাফের তারের ওপর কি পাখি বসিয়া দোল [খাইতেছে— কি ওটা] খাইতেছে অপু [একদৃষ্টে] ভালো করিয়া চাহিয়াচাহিয়া দেখিয়া [কি পাখি ?—নীলকণ্ঠ ?খঞ্জন ?গাঙশালিক ?ময়না ?ময়না হইতে পারে হয়তো কারুর] আঙুল দিয়াদেখাইয়া বলিল—দ্যাখো মা কাদের বাড়ির খাঁচা থেকে একটা ময়না পাখি পালিয়ে এসেচে—ওই দ্যাখো—না ?

সন্ধ্যার কিছু আগে গোয়াড়ি স্টেশনে গাড়ি আসিল।গন্তব্যস্থান হইতে ২ ক্রোশ। শহরের দিকের [থাকিয়া পথ পারহয় না] বিপরীত মাঠের উপর দিয়া রাস্তা। [স্টেশনের সামনেরপথ দিয়া মাঠ কাটিয়া যাইতে হয়।] [একখানা] দু'খানি গরুরগাড়ি ভাড়া করিয়া [তাহাতে জিনিসপত্র উঠাইয়া] একখানিতেতাহারা অপরখানিতে জিনিসপত্র উঠাইয়া গাড়ি ছাড়া হইল। [ও অপরখানিতে নিজেরা স্ত্রী ছেলে ও নিজে চড়িয়া হরিহরভাতজংলা গ্রামের দিকে রওনা হইল।]

শুক্লপক্ষের সপ্তমীর ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় গাছপালা, বনবাগানের (বাদাড়ের ?) [পাশ কাটাইয়া গরুর গাড়ি দিকেচাহিয়া দেখিতেও মধ্যে দিয়া গরুর গাড়ি সর্বজয়া] মধ্যে দিয়াগরুর গাড়ি গেন্তব্যস্থানে] গ্রামের মধ্যে অসিয়া পৌঁছিল। ঢুকিল। সর্বজয়া ছই-এর পিছন দিকের ফাঁক দিয়া [দেখিতেছে] চাহিয়া [দেখিল] দেখিতেছিল। [কি রকম স্থানে] তাহার নূতনতর জীবনযাত্রা আরম্ভ হইবার স্থানটা কিরকম। বড় বড় বাগান ঝোপঝাপ, জ্যোৎস্না থাকিলেও গ্রামের মধ্যে যেনবড় গাছপালা—এখানে ওখানে মজা ডোবা, পুকুর। [নজরেআসিল]। একটা কাহাদের বাড়ি, চণ্ডীমণ্ডপে ২/৪ জন লোক বসিয়া আছে—গরুর গাড়িতে তাহারা আসিতেছে দেখিয়াকাজকর্ম ফেলিয়া চাহিতে লাগিল।

একটা বড় বাঁশবাগান, তেঁতুলবাগান, কাহাদের একখানা গোয়ালঘর, কেবলই বাগান, কেবলই বাগান। উঠানে বাঁশেরআলনায় মাছ ধরিবার জাল শুকাইতে দেওয়া [শুকাইতেছে] —বোধহয় জেলেপাড়া। আরো খানিক চলিয়া গাড়ি আসিয়াবোধহয় গন্তব্যস্থানে পৌঁছিল—হরিহর বলিল এইখানেরাখো—ওই কাঁটাল গাছটার তলায়—

[সেইখান] ছোট্ট উঠানের সামনে আম-কাঁটালের বনেরঅন্ধকার সপ্তমীর জ্যোৎস্নায় যতটুকু পাতলা হইয়াছে, তাহারই [সাহায্যে] ভিতর দিয়া সর্বজয়া দেখিল একখানা মাঝারিগোছের চালাঘর। দুখানা ছোট দোচালা ঘর, উঠানের একপাশেএকটা পাতকুয়া। এই তাহা হইলে তাহার নতুন ঘরবাড়ি।

(২)

[পরদিন সকালে উঠিয়া সর্বজয়া ভালো করিয়া চারিদিকদেখিবার সুযোগ পাইল। চারিধারে বন, ঝোপ, বাঁশঝাড়েরমধ্যে বাড়ি—সকালবেলায় উঠানের কোথাও রোদ নাইএতটুকু। নিশ্চিন্দিপুরের চেয়ে এককাঠি সরেস। বাঁশবনেরমধ্যে ঝোপঝাড়, গাছপালা, মজা ডোবা। মশা এত বেজায় যেদিনমানেও সুস্থির হইয়া বসিতে দেয় না।

হরিহরকে জিজ্ঞাসা করিল—এই বুঝি তোমারভালো জায়গা ?এ যে নিশ্চিন্দিপুরের চেয়েও এক কাটিসরেস ?—হরিহর বলিল তবুও এ গাঁয়ে চলা-চলতির অভাবহবে না, আহা, জঙ্গল আর কোনো গাঁয়ে নেই ?ও ধরতে গেলে ঠক্ বাঁচতে গাঁ উজাড় বাংলা মুলুকে আর বাস করা চলে না—এরাই আগ্রহ করে এনেছে—কেন না গাঁয়ে নেই বামুন—একদিনে কি আর নতুন জায়গায় এসে ভালোলাগ্‌বে—দুদিন যাক্—দ্যাখোই না—

***আগ্রহ করিয়া তাহাদের বাড়ির সকলে আসিতেলাগিল।] তেলি গিন্নি [বেজায় মোটা, রং কালো। সঙ্গে চারি পাঁচটি ছেলেমেয়ে। দুইটি পুত্রবধূ। [সর্বজয়া] প্রায় সকলেরইহাতে [অলঙ্কার] মোটা মোটা সোনার অনন্ত দেখিয়া সর্বজয়ারমন সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বসিবার জন্যনিজেদের ছেড়া কার্পেটের আসন দু'খানা [বাহির করিয়া]আনিয়া [সশ্রদ্ধভাবে]বলিল—আসুন, আসুন-বসুন—[তাহারবেশি কথাবার্তা যোগাইল না, আগন্তুকগণের বিশেষত গৃহিণীরদেহের বিপুলতায় ও গহনার বহরে অর্থশালী ঠাওরাইয়ালইতে সর্বজয়ার মতো অপেক্ষাকৃত নির্বোধ [লোকেরও] মানুষেরও বেশি বিলম্ব হইল না। [সম্ভ্রমে, সঙ্কোচে সে কেমন জড়সড় হইয়া] তেলিগিন্নি পায়ের ধূলা লইয়া প্রণামকরিলে ছেলেমেয়ে ও পুত্রবধূরাও দেখাদেখি তাহাই করিল। তেলিগিন্নি বলিল—দুপুরবেলা এলেন মা ঠাক্‌রোন, তাএকবার বলি যাই—এই যে বাড়ি, পাশেই—আসতে পেলাম না—মেজোছেলে গোয়াড়ি থেকে এল সন্দের পরই গোয়াড়িদোকান আছে কিনা ?তা ছাড়াও সন্দের পর বেরুতে পারিনেমা ঠাক্‌রোন—মেজবৌমার এই শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে সাতমাস—কচি মেয়ে কোলে দেড় বছরের পাড়াপাড়ি—মেয়েটাআমার বড় ন্যাটো—মা দেখতে [পারে না] ফুর্সৎ পায় নাসন্দে হলেই আমায় একেবারে পেয়ে বসে—ঘুম পাড়াতেপাড়াতে রাত্তির নটা—[আপনার বুঝি একটি ছেলে ?] ঘুঙ্‌রিকাশি, গুপী কব্‌রেজ বলেছে—ময়ূরপুচ্ছ ভস্মো মধু দিয়েমেড়ে খাওয়াতে—তাই কি সোজাসুজি পুড়ুলে হবে মা, ছেষট্টিফৈজৎ-কাঁসার ঘটির ভেতর পোরো, তার ঘুঁটের জ্বাল করো, তার ঢিমে আঁচে চড়াও, একটু কমবেশি [হলেই] হবার যোনেই হ্যাঁরে হাজরী, ভোদা গোয়াড়ি থেকে কাল মধু এনেছে।কি না জানিস্-মধুর শিশি তো ধুয়ে পুঁছে কাল খাওয়ানোহয়েছে—জানিস।

১৮/১৯ বছরের একটি মেয়ে [ঘাড় নাড়িয়া বলিল—মধুকাল পাইনি। বড়দা বল্লে গণশা কাল গঞ্জ করতে কল্‌কাতাগিয়েচে। সেখানে বড়বাজার থেকে আনতে দিয়েচে—আজ বিকেলের গাড়িতে আসবে] ঘাড় নাড়িয়া কথার উত্তর দিবার পূর্বেই তেলিগিন্নি তাহার দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—এটিআমার মেজমেয়ে। বহরমপুর বিয়ে দিইচি—জামাইবড়বাজারে এঁদের দোকানেই কাজকর্ম করেন—নিজেদেরওগোলা, দোকান আছে কালনা-বেয়াই সেখানে দেখেন শোনেন—কিন্তু হলে হবে কি মা—এমন কথা ভূভারতে কেউকখনো শোনেনি—দুই ছেলে, নাতি নাত্‌নি-[বুড়ো আবার]বেয়ান মারা গিয়েচেন ও বছর ভাদ্র মাসে, ফাগুন মাসে বুড়োফের বিয়ে করে আন্‌লে—এনে এখন ছেলেদের বলে কিনা তোমরা যাও, নিজের নিজের সব দেখেশুনে নাও গে—এ দোকান গোলা বিষয় আশয়ের ভাগ কেউ পাবে না—এসবনতুন বৌএর নামে হল—[বড় ছেলে] এখন ছেলেদের সবদিয়েচে ভেন্ন করে—বড় তো তবুও একরকম যা হয় নিজেরদোকান টোকান বহরমপুরেই করেচে—জামাইএরই মুশকিল, ছেলেমানুষ—তা উনিই বলেচেন, এখন তুমি বাবা আমাদেরএখানেই থাকো, কাজকম্ম দেখো শোনো ব্যবসাদারের ছেলে, তারপর একটা হিল্লে লাগিয়ে দেওয়া যাবে—তাই—

মেজমেয়ে হাজরী দেখিতে খুব এমন কিছু না হইলেও বেশ গোলগাল গড়নের, মুখটিও একেবারে খারাপ বলা যায়। সে মায়ের এ কথাগুলো বোধহয় তেমন পছন্দ করিতেছিলনা। কথা উঠিতেই [সে মুখ নীচু করিয়া বালা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়াতাহার নক্‌সা লক্ষ্য করিতেছিল।] সে হাতের বালার নক্‌সা সম্বন্ধে হঠাৎ বড় কৌতূহলী হইয়া পড়িল। [আর একটি ১৪/১৫বছরের মেয়ে বলিল] ছোট মেয়েটি বলিল—তালুই মশায়েরনতুন বৌ কত বড় মা ?

তেলিগিন্নি মুখবিকৃতকরিয়াকহিল—কে জানে কতবড় ?কত আর বড় হবে ?এইসরলাটরলা কি তোদের বয়েসী—মরণভুলে গেছে—ও বয়েসের নাত্‌নী রয়েচে ঘরে—নিবারণের মেয়ে পুঁটিরই তো পেরায় ওই বয়েস ?মরিয়া হইয়া হাজরী বলিল—বেলা গেল মা, এঁরা তো রান্নাবান্না করবেন আবার।চল [না নেয়ে আসি সব একসঙ্গে] আজ উঠি—বড় পুত্রবধূএতক্ষণ [পরে কথা কহিল] কথা কহে নাই, সে ইহাদের মতোহুড় বার্নিশ [রং এর] নয়, বেশ 'টক্‌টকে রং, বোধহয় শহরঅঞ্চলের অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে, একটু চাপা স্বভাবের মানুষ।এ দলের মধ্যে সেই দেখিতে সুন্দরী, বয়স ২২/২৩ হইবে। সে [মুখের] নীচের ঠোXটের বেশ চমৎকার কেমন একপ্রকার ভঙ্গিকরিয়া কহিল—তাছাড়া এঁদের আজকের সব ব্যবস্থা তো করেদিতে হবে ?জিনিসপত্তর এসব—বেলাও তো গিয়েচে—

এমন সময় অপু বাড়ির উঠানে ঢুকিল। সে (সকালেউঠিয়া] গ্রাম দেখিতে বাহির হইয়াছিল। গিন্নি বলিলেন—কে মা ঠাক্‌রোন—ছেলে বুঝি ?—এই এক ছেলে ?বাঃ চেহারা যেনরাজপুত্তুর—

সকলেরই চোখ তাহার উপর পড়িয়াছিল। অপু উঠানেঢুকিয়াই এতগুলি অপরিচিতার [সম্মুখে পড়িয়া] বিশেষততাহাদের সম্মিলিত কৌতূহলদৃষ্টির সম্মুখে পড়িয়া [বেড়] লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। [সে] পাশ কাটাইয়া দাওয়ায়উঠিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিতে [পিড়িয়া হাঁপ ফেল] যাইতেছিলতাহার মা সর্বজয়া বলিল, দাঁড়া না এখানে ?ভারী লাজুকছেলে মা। এখনঅইটুকুতেই দাঁড়িয়ে;s—আর এক মেয়েছিল, সর্বজয়ার গলার স্বর ভারী হইয়া আসিল। গিন্নি ও বড় পুত্রবধু একসঙ্গে বলিল—নেই হ্যাঁ মা ?আহা-হা—

খানিকক্ষণ সকলে চুপ করিয়া রহিল।

সর্বজয়া বলিল—সে কি মেয়ে মা, আমায় ছল্‌তেএসেছিল, কি মুখ, কি চোখ, কি মিষ্টি কথা—

টীকা

একেবারে প্রাথমিক পরিকল্পনায় "অক্রুর সংবাদ" এরসূচনাকে কি বিভূতিভূষণ এরকমই ভেবেছিলেন ?যখন হরিহর স্ত্রী-পুত্র নিয়ে নিশ্চিন্দিপুর থেকে মনসাপোতার অনুরূপ কোনো গ্রামে সংসার পাততে চলেছে। বলা বাহুল্য, প্রকাশিত 'পথের পাঁচালী'তে হরিহর মনসাপোতা চোখে দেখেনি।স্বগ্রাম নিশ্চিন্দিপুর থেকে সে বারাণসী যায়। সেখানেই তার মৃত্যু। তারও বেশ কিছু পরে ধনীবাড়িতে রাঁধুনীর কাজ করতেকরতে সর্বজয়া তার এক দূরসম্পর্কের জ্যাঠামশায়ের সুবাদে মনসাপোতায় গৃহস্থালি পাতার সুযোগ পায়। উপরে যে অংশটিছাপা হল, পাণ্ডুলিপিতে তা টানা চারটি পৃষ্ঠা, পৃষ্ঠাসংখ্যা যথাক্রমে২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮। পূর্ববর্তী অথবা পরবর্তী কোনো পৃষ্ঠাআমার হাতে আসেনি। তবে এই অংশটির পরবর্তী ঘটনাবিন্যাস 'পথেরপাঁচালী হীরক জয়ন্তী সংস্করণ'-এ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল (পৃ ২৬৯-২৮০); পরে তা যুক্তহয়েছে 'জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ বিভূতিরচনাবলী'র অষ্টম খণ্ডে (পৃ ৬৪৩-৬৫৩)।

২৪৫ থেকে ২৪৮ পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপিতে হরিহর স্ত্রী-পুত্র নিয়েযে গ্রামে যাচ্ছে, তার নাম ভাতজংলা। রেলগাড়ি নিয়ে অপু আরসর্বজয়ার যে প্রতিক্রিয়া পাণ্ডুলিপিতে মেলে, তার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে 'পথের পাঁচালী'-র ত্রিংশ পরিচ্ছেদের (অর্থাৎ "অক্রুরসংবাদ"-এর) সূচনার (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ বিভূতি রচনাবলী [শ] ১, পৃ ১৪৫)। পাণ্ডুলিপির ২৪৫ নং পৃষ্ঠাটির মাথায় মাঝামাঝিলেখা আছে ৩৫। ৩৫ কি পরিচ্ছেদ সংখ্যা ? 'পথের পাঁচালী 'হীরকজয়ন্তী সংস্করণ'-এ এবং পরে শ-৮-এ অন্তর্ভুক্ত যে অংশটির কথাউল্লেখ করেছি, সেখানকার টীকাতেই পাওয়া যায় যে, একটি পাতার শীর্ষে পরিচ্ছেদ-সংখ্যা ৩৬ লেখা আছে (পথের পাঁচালী হীরক জয়ন্তী সংস্করণ, পৃ ২৭২; শ ৮, পৃ ৬৪৮)। পাণ্ডুলিপির ২৪৭ পৃষ্ঠার শীর্ষে যে ২ লেখা দেখছি, সেটাও কি পরিচ্ছেদ সংখ্যা ?কিন্তু ৩৫-এর পরে ২ কীভাবে আসে ?এই ২-এর অংশে তেলিগিন্নিএবং তেলিবাড়ির মেয়েবউদের যে বিন্যাস দেখছি, তার অনুরূপগ্রন্থনা মিলবে 'অপরাজিত' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে (শ ২, পৃ১১-১২)।

পাণ্ডুলিপির এই অংশ যে ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসেভাগলপুরে বসে বিভূতিভূষণ লিখছিলেন, তার প্রমাণ আছে শুরুতেই '18.11.27 Bha' উল্লেখে। লিখতে লিখতে যা তিনি পরিবর্তন করেছেন বা সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন, তার যতটুকু কাটাকুটির আড়াল থেকে পড়া গেল, ততটুকু তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে [ ] দেওয়া হল। বিভূতিভূষণের হস্তাক্ষর যেখানে পড়া যায়নি, সেখানে *** চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। তৃতীয় বন্ধনী [] আর *** চিহ্ন পরবর্তী অপ্রকাশিত অংশগুলিতেও একই অর্থে ব্যবহারহয়েছে।

১৯২৫

নীরেনের চিন্তা অথবা অপুর

অনেক দিনের জীবনের দূর দূরের কথা মনে পড়লো। এইসব এইসব সময় ঠিক এই দুপুরটাতে হয়তো ওরা টিকিটকরছে—একখানা খোলাপোতা ?একখানা *** বাগান ?... কিন্তু দশ বৎসর কি পনের বৎসর আগে ?এমন একদিনছিল যখন আমি নিজেই ওখানেই ঠিক এই সময় গাড়ি ধরবারজন্যে পায়চারী করছি...কোথায় কতদিন আগে সেদিন চলেগিয়েচে... কতদিনের কথা মনে করেই ছেলেবেলার কথা সবমনে পড়ে গেল...[সেই দিদি] সেই ছেলেবেলাকার দিদি... ?তার রুক্ষ চুল এখনো যেন চোখের সামনে দুল্‌চে...কিন্তু তবু কোথায় কতদিন...কোন্ দূর অতীতে মিশে গিয়েচে....সেইদিদি...সেই মা—সেই সেঁয়াকুল, কতবেল খাওয়া... সেই কুঠীরমাঠে বেড়ানো সে সব কতদিন আগেকার—

দূরের ও অতীতের মোহতার হৃদয়কে স্পর্শ করিল...তারমনে হইল এই সমস্ত পৃথিবী, দৃশ্যমান ও অত্যন্ত পরিচিত...এইএকঘেয়ে বলে মনে হওয়া জীবন, এই প্রতিদিনের অন্নদা রায়েরসুদের হিসাব, সখীঠাকরুণের হাঁটুর কাপড় তুলে পুঁইশাককাটা—আসলে আদৌ একঘেয়ে নয়...অত্যন্ত পরিচিত বলেমনে হলেও আসলে এ অত্যন্ত অপরিচিত গভীর রহস্যময়...বিরাট বিশ্ব-যন্ত্রের লয়-সম্প্রীতির একটা সাময়িক তানের...করুণ রহস্য-ভরা মোহে আচ্ছন্ন... কেবল চোখ থাকা চাই জানবার ও মন থাকা চাই বুঝবার...

সে খানিকক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

চৈত্র-মধ্যাহ্নের গরম বাতাস পুলক ছড়াইয়া বহিতেছে... ঘেঁটুফুলের ও আকন্দফুলের গন্ধ মাঠের বাতাসে ভরপুর... স্তব্ধ নীল শূন্য যেন অনন্তের ধ্যান মগ্ন... আকাশ বাহিয়া একটাচিল উড়িয়া চলিয়াছে...[নীল আকাশের পারে] পাখা ছাড়িয়া ক্রমেই দূর হইতে দূরতর নীলের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছে...নীলআকাশের গায়ে ক্রমে একটা কৃষ্ণবিন্দুরমতো দেখা যাইতেছে...ওই ...ওই...এখনো একটু একটু দেখা যাইতেছে..[কোথায়]ক্রমশ মিলাইয়া যাইতেছে...কোথায়...অনেকদূরে কোথায়চলিয়াছে...যেন অনন্ত লীন জীবন-মহাসমুদ্র [বাহিয়া] কেবলদূর পাড়ির দেশে....

মন আকুল হইয়া উঠে... মাংসের বোঝা নামাইয়া রাখিয়াঅনন্ত শূন্য বাহিয়া দূরের পাড়ি জমাইতে চায়...

কিন্তু জীবনেরকর্তব্য ?... তাকেকরিবে ?— জনসেবা ?... তাহাও যে করিবার...অত্যন্ত সত্য...প্রত্যক্ষ সত্য...যে সব শিশুফুল লাখে লাখে ফুটে উঠবে...সে সব অনাগত ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের জন্য কি সম্পদ দেবার ?

যে জীবন এতদিন তার কাছে একরঙা ছবির মতোএকঘেয়ে লাগছিল...সে দেখলে সেটা আদৌ স্থিতিশীল, শান্ত, ভালো ছেলের মতো অলস, নরমনয়; তা অতি প্রচণ্ড গতির উন্মাদনায় মত্ত...রৌদ্র, তাণ্ডব, ভৈরব নর্তনের উল্লাসে তাহা ভীম বেগে বিরাট কলরোলে সময়ের কূল ছাপাইয়া কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছে...কিন্তু বসে ভেবে না দেখ্‌লে এ গতির বেগধরা পড়ে না...এ গতিবেগ মানুষকে প্রবঞ্চনা করে...নিজেকেপ্রচ্ছন্নভাবে ঢেকে রাখে...যেমন পৃথিবী অনন্ত আকাশ বাহিয়া বৎসরের মধ্যে ভৈরব বেগে কত নক্ষত্রপতন...কত নূতন নূতনআকাশ...নূতন নূতন দেশের মধ্যে দিয়া প্রবলবেগে ছুটিয়া চলিয়াও গতির দৃশ্য ধরা দেয় না সময়ও তেম্‌নি পথহীন পথে অন্ধবেগে কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছে—কে ভাবে ?কে দ্যাখে ?

সে ছেলেবেলার কথা ভাবিল...তখন তখন তাহার দিদি বল্‌তো ভাই চশাঁখারীপুকুরে শাপলা কুড়িয়ে আনি... তারপর সে বসে বসে ভাব্‌লে শাঁখারীপুকুর নামটাই সে কতদিন শোনেনি...যেন কত পুরোনো হয়ে গেচে...যেন অন্য এক জীবনের কথা...আর সে ছেলেবেলাকার দিদি ? ...সেও তোস্বপ্ন...আবছায়া...আবছায়া... তার মুখ ভালো মনে হয় না...শুধুরুক্ষ চুল বাতাসে ওড়া মনে পড়ে...তবুও তাহার বয়স হইলএই মোটে ৫০...

আচ্ছা আর ৫০ বছর পরে ?....

তখন সে কোথায় থাকিবে!... হয়তো এই বাড়িভাঙিয়া চুরিয়া জঙ্গল হইয়া যাইবে। হঠাৎ তাহার দৃষ্টি আকৃষ্টহইল বাঁশ-বাগানের কতগুলি ভাঙা খোলামকুচির উপর।বর্ষার জলে ধুইয়া সেগুলি মাটি হইতে বাহির হইয়া রহিয়াছে...সেগুলি আসলে কোনো পুরোনো দিনের গৃহস্থের সস্তাহাঁড়িকুড়ির অবশেষ !

সে মনে মনে যে অজানা প্রাচীন গৃহস্থ ঘরের কল্পনাকরিল. —হয়তো বেশ একটা মেটে ঘর... এখানেই কোথাওবনে... হয়তো নববধূ আসায় তেলসিন্দুর দিয়া ঘর আলোকরিয়াছিল... একদিন হয়তো তাহার বাটীতে কোনো বিবাহকি অন্নপ্রাশন ছিল...সেদিনের উৎসব আর আজ ?...হয়তোসেই নববধূর পাকস্পর্শের হাড়িকুঁড়িই ভাঙ্গিয়া কতদিন আগে খাপ্‌রাকুচি হইয়া জমিতে ঢাকিয়া গিয়েছে...কোথায় আজ সে শিশু?কোথায় সে নববধূ ?...তাদের আশা স্নেহ ভরসা ভয় সবগিয়ে কোথায় কোন্ দূরের অতীতে মিশে গিয়েচে।

সেও ৫০০ বছর পরে কোথায় অমনি চলিয়া যাইবে। ...এই রৌদ্র...এই বাতাস সব ঠিক থাকিবে...এই সঙ্গীত—

সেকিসঙ্গীত তাহাবিশেষ করিয়াভাবিয়া দেখিল...বিশ্বের বায়ুমণ্ডলে নিত্য উত্থিত হইতেছে...ইহা সেই সঙ্গীত। অন্নদারায়ের নদীর ধারের আমবাগানে পাখি কিচ্... কিচ্... কিচ্...করিতেছে—নিকটবর্তী কূল রোদে... মাঠে..ছাতিমবনে ডাকিতেছে শিসের মতো শব্দ..ঝুমঝুমির মতো শব্দ...জলের ছল্‌ছল্...পাতার শন্‌শন্—উলুবনের খখস্...সেই রাখালতাড়া করিতেছে...গরু হাম্বাহাম্বা ডাকিতেছে. সেই কৃষকবন্ধুতাহার সঙ্গে গল্প করিতেছে...

সবসুদ্ধ মিলিয়া এই যে সঙ্গীত জীবজগতের এইপ্রতিদিনের পবিত্র অনাহত...৫০০ বৎসর পরে যে সব কণ্ঠহইতে এই সঙ্গীত উচ্চারিত হইতেছে... সে কণ্ঠ কোথায়মিলাইয়া যাইবে ?

আচ্ছা৫০০০ কি পনেরো লক্ষ বৎসর পরে ?...

তখন হয়তো এই সভ্যতা মিলাইয়া যাইয়াছে। তাহারএই শরীরের অস্থিগুলাই হয়তো কোন্ চুনাপাথরের অতলহইতে বাহির হইয়া পড়িবে...ভবিষ্যতের অনাগত বংশধরেরাতা কৌতুকের দৃষ্টিতে দেখ্‌বে ... এই জল...এই পাখি...ঐ গাছপালা...অন্নদা রায়...তার মা...অপু...তার ছেলেবেলাকারদিদি...কোথায় থাকবে তখন ?

দুশো বছর আগেকার বসন্তের ফুলগুলো কোথায় আছে ?হঠাৎ যেন মনে হইল এই আপাতদৃষ্টিতে শান্ত, অলস পৃথিবী...ওই নিরীহ গ্রাম্য-নদী, ঐ পড়ো ভিটে, ওই মেঠো রাখালেরগান, ওই হরিযুগীর বেগুনের ক্ষেত যাহা অতি পুরাতন...একঘেয়ে চিরপরিচিত বলিয়া মনে হইতেছে.. তাহা যেন অতিভয়ানক, প্রচণ্ড, ভৈরব, তাণ্ডব বাতাসবেগে কোথায় কোন্ অনন্তের উদ্দেশ্যে (উদ্দেশে ?) নটরাজ শিবের নর্তনেরবেগেছুটিয়া চলিয়াছে—আকাশ বাতাস... সময়... নক্ষত্র সব পাছুফেলিয়া—গতির উন্মত্ত ঝাঞ্ঝা—চারিধার তোলপাড় করিয়াবিশ্বব্যাপী আকাশের ইথার আলোড়ন করিয়া ঘূর্ণী বায়ুর বেগেদিশাহারা হইয়া পৈশাচিক উল্লাসে ছুটিয়াছে... রহস্যময় ধোঁয়া ধোঁয়া... কিছু পরিচিত নয়...স্থির নয়...কেহ বসিয়া নাই...গতিরবেগে তাহার মাথা যেন ঘুরিয়া উঠিল....

Bha 26.12.25

সর্বজয়া রোজ ভাবে...অপু আমার বাড়ি গিয়াছে... পরেগরুর গাড়ি আশা ভাঙে...ছেলের আকুল প্রতীক্ষা...।

(Azmabad 29.12.25 Evening. অদ্য কলবলিয়ার কুমির দেখিলাম। কুঞ্জ পিওন ঘোড়ায় চড়িয়া সঙ্গে গেল)।

ভাঙা ঘরের শীতের সন্ধ্যায় মৃত্যুমুখে সর্বজয়া—পাশেঅপু...

কুঠীর মাঠে সূর্যাস্ত।...কে যেন আগুনের ফেনা তৈয়ারিকরিয়া মুখের ফুয়ে প্রকাণ্ড বুদ্বুদ তৈয়ারি করিয়াছে...সোনাডাঙ্গার মাঠ...ঠ্যাঙাড়ের গল্প...কুলফল তোলা...দরিদ্র মাও ছেলে...কোনো গল্প..যা মাঠের ধূ ধূ—বিস্তীর্ণ শালবন ওচরের নির্জনতার সঙ্গে জড়ানো...।

(Azma. 29.12.25)

অপু তাহার বাপের সহিত শিষ্যবাড়ি গিয়াছে...ভালোখাইবার জন্য...তাহার মা তাহাকে সাজাইয়া গুজাইয়া পাঠাইয়াদিয়াছে...তাহার দিদিকে মনে করিয়া অপুর কষ্ট...তাহার দিদিওখাইতে ভালোবাসে...বনে বনে সাদা বকুল...সেঁয়াকুল খায়...চৌকির নীচে উঁশা খেজুর পাকিবার জন্য রাখে...এখানেআসিলে কত খাইতে পাইত...বিশেষ কিছু খাওয়া নয়...তবুওহরিহর বলে ভালো করিয়া খাও বাবা...

বইখানি ভরপুর আর্ট হইবে—যে আর্ট মানুষের জীবনেস্তরে স্তরে নূতন সৌন্দর্য লইয়া প্রকাশ হয় সেই আর্ট...মানুষের করুণ সুখদুঃখ, জীবনের ছোট ছোট গলিখুঁজি...অনন্তের প্রতীক নিঃসীম নীল শূন্য...পরিপূর্ণ করুণা, মমতার অবদান...সঙ্গীহারা, দিহারা প্রান্তরের অতিদূর শেষে, আবছায়া দেখা-যাওয়া দিকচক্রবালের পেছনের যে অজানাদেশ...সে দেশের বার্তা গানে, কথায় পৌঁছানো. এই বইতেলিখিবার কথা...সংসারের ছোটখাটো সুখদুঃখ, ছেলেমানুষের মনের দুঃখ, ভাবের গভীরতা...অনন্তের উঁকিমারা, সময়েরগতি, ছোটখাটো সুখদুঃখের হাসি অশ্রুর...মাঠ, নদী, বনঝোপ, ঋতু, পাখি, সন্ধ্যা, জ্যোৎস্না রাত্রির সৌন্দর্য...জ্ঞানের ও চিন্তারকথা...শব্দ চয়ন, সুকুমার পদলালিত্য ও শব্দবিন্যাস..শান্ত, সরল, সুন্দরভাব...ছেলেবেলাকার দেখা বোনের মুখ মনে পড়ার মতো করান...উদার ও প্রেমপূর্ণ... এই হবে বই...

আজকার দিন থেকে অনেক অনেক দিন পরে, হয়তোশত শত বৎসর পরে, আমার নাম যখন আর রইবে না প্রথমবসন্তের ফোটা সজিনা ফুলের গন্ধের মতো কোথায় মিলিয়াযাবে, তখনো আমার অন্যান্য কোনো বংশধর আমার বইখানাবসে বসে পড়িবে অন্ধকার রাত্রে, শীতের সকালে, দুঃখের দিনে, শিশিরভেজা ঘাসের উপর শুয়ে তারার আলোয়, নিস্তব্ধ দুপুর-রাতে, এ বই পড়ুবে...চোখের জল ফেলবে..ভাববে... অনন্তের টানে, জীবন পারের অন্তরায় (কেটে যাবে ?)।

টীকা

উপরের পাতাটি যে ভাগলপুরে এবং আজমাবাদে বসেবিভূতিভূষণ ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে লিখেছিলেন, তারপ্রমাণ 'Azma-29.12.25' অথবা 'Bha-26.12.25'-এর মতোউল্লেখগুলিতে মিলে যায়। লেখার জায়গায় জায়গায় ‘পথেরপাঁচালী’অথবা ‘অপরাজিত’রচনার প্রাথমিক প্রস্তুতিকে সনাক্ত করা যাচ্ছে। আবার কোনোখানে লেখার চলন যেন কিছুটা দিনলিপির বাস্বগতভাষণের মতো। মহাকালের গতিপথে, হাজার, লক্ষ বছরেরপ্রেক্ষিতে একটি মানবজীবন যে বারে বারে ফিরে ফিরে আসে, বিভূতিভূষণের এই সুপরিচিত আস্থা এবং বিশ্বাস পাতাটির এখানেওখানে গ্রথিত আছে।

মার্চ ১৯২৬

Apu II.

ইন্দুলেখা বিজয়

তার বেদনা-বিদ্ধ নির্মল শিশু-প্রাণে এ বাঁশীর সুরেরঅস্পষ্টআবছায়া স্বপ্নের মুক্ত রেশমাঝে মাঝে এসে পৌঁছতো...সে বুঝত না তা কি, কিন্তু তার মন সময়ে সময়ে অকারণেআকুল হয়ে উঠ্‌ত—হঠাৎ কেমন হয়ে উঠত। কতদিন এমনিবসে সে অকারণে আকুল হয়ে কেঁদে উঠ্‌ত...পাছে মা দেখলে বকে কি কিছু বলে এই মনে করে তখনি আবার চোখের জল তুলে (মুছে ?) দিত—

এই রকম ভাবে প্রকৃতির, জীবনের মহা-বিশ্ববিদ্যালয়েতার শিক্ষার শুরু হল—যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকারসকলের থাকে না...সেটা অত্যন্ত নিকটে থেকেও অত্যন্তদূরে—সব সময়ই তার ছাত্র হওয়া চলে, অথচ

সারা জীবনেওতা সম্ভব নাও হতে পারে—মানুষের গড়া বিশ্ববিদ্যালয় যেশিক্ষা দেবার স্বপ্ন দেখ্‌তেও সাহস পায় না, এতে সে শিক্ষা দেয়...

গরিবের ঘরের ছেলে অপু অন্য কোনো পাঠশালায়যাবার তার শক্তি নেই দেখে প্রকৃতি কৃপাপরবশ হয়ে ওকে তারনিজের বিদ্যালয়ে ভর্তি করে নিলেন..

(Bha. 24.3.26 আজ ইসমাইলপুর যাবো Morning)

লোকে তাকে বল্‌ত পাগল। ছেলেটা পাগল হল। তারমুখ আরো পবিত্র, সরল হয়ে উঠল—তাকে দেখলে তার দিকথেকে হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যেত না—পথের লোকচেয়ে থাকত, তার মুখের সৌন্দর্য ছেলেবেলা থেকেই অদ্ভুতটানে, এখন যেন আরো বেড়ে কেমন হয়ে উঠ্‌ল—তার মামুগ্ধ হয়ে ঘুমন্ত ছেলের মুখের দিকে জ্যোৎস্না রাতে অনিমেষচোখে চেয়ে রইত—

তবু সকলে বল্‌ত ও পাগল ছেলে। হাটে তরকারি কিনতেপাঠালে সে ঠকে বাড়ি ফিরতো। দুপয়সার জিনিস দশ পয়সায়আন্‌তো। কোনো সাংসারিক বুদ্ধিও হল না। ভালোমন্দ বুঝত না।

সতু কেমন হুঁশিয়ার হয়ে উঠ্‌ছিল—সকলে বল্‌তো কেমনছেলে—কলাবাগান করে। জলছবি পাঠশালার সাথীদের মধ্যেবেচে এর মধ্যেই সে দু'পয়সা আয় কর্তে শিখেচে...

দীর্ঘ বনগাছের ছায়া পড়েছে শেষপ্রহর রাত্রের জ্যোৎস্নায় বনে বনে পাখি ডাকে—কত কুমারীর ঘাটে যাওয়া, জানালায়জানালায় কত ধূপগন্ধ...কে শোনে ?কে দ্যাখে !

অসীম আনন্দ-জ্যোৎস্না সব সময় বিশ্বের নির্জন রাত্রি বহিয়া চলিয়াছে, কজন তা ভোগ করে ?

সকলে ঘরে দোর দিয়া বসিয়া আছে—জানালায় দামীরেশমের ভারী পর্দা ঝুলাইয়া দিয়াছে,—পাছে আলো ঘরেঢোকে।

যুগে যুগে যারা বড় সংগ্রামে মরে গেল, ওদের দুঃখ বিশ্বের বীণার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধ্বনিত হচ্চে...গ্রহে, নক্ষত্রে, প্রান্তরে, বন-পর্বতে ওদের হাড় পড়ে আছে, রৌদ্রবৃষ্টিতে সাদা হয়েগুঁড়িয়ে যাচ্ছে...ওদের মধ্যে কত বালক, কত শিশু, তরুণী, যুবক, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, সব আছে, ওদের দুঃখ যুগ যুগ ধরে পৃথিবীরবুকে সঞ্চিত হয়ে আছে। ফুলের রং তাদের বেদনায় রক্তাক্তপৃথিবী-মায়ের বুকের ব্যথার প্রতীক ... তুমি এই দুঃখ চিন্‌তে শেখো...বুঝতে জানো...তোমার জীবন সার্থক হবে...জগতের অসীম আনন্দভাণ্ডারের চাবিকাঠির সন্ধান তোমার হাতেপড়বে... উল্লাস...উল্লাস...

জগতে দুঃখকে বাদ দিয়ে যারা সুখের সন্ধান করে বেড়ায়তারা মূর্খ...তারা জানে না প্রকৃত সুখের অবস্থা হচ্ছে গভীরদুঃখের পর..দুঃখের পূর্বকার সুখ, অগভীর, তরল, খেলো, অবসাদ নিয়ে আসে, একঘেয়ে হয়ে পড়ে...তাকে আমোদবলে ...

দুঃখের পরের অবস্থা [সুখ অনন্তজনের] সুখের নামআনন্দ, তার [চিরদিন থাকে] ক্ষয় নাই... তা অনন্ত প্রাণধারারউৎস...তার নির্মল জলে আত্মার স্নানযাত্রা নিষ্পন্ন হয়...মনসরল করে। জীবনের প্রকৃত আস্বাদ চিনিয়ে দ্যায়...সত্যের পথ দেখিয়ে দ্যায়..তা শেল-বিদ্ধ জড়আত্মার বিশল্যকরণী—

বর্ণনা যখন খুব ভরপুর হবে তখন কর্তাকর্ম ঠিক রেখেহবে না—খাপছাড়া গোছের হবে অনেকটা দক্ষিণা বসুর style...যথা :-

ঐ সন্ধ্যা...কি অপূর্ব ! দূরে দূরে কত সুন্দর গাছপালা

Model.

New world...

স্ফিংসের। মহনীয় অবদান পরীরাজ্য

[দিনের বেলা] দিনদুপুরে চাঁদের উদয়, রাত পোহানোহল ভার...

-গোষ্ঠবাবু উক্ত বাউলের গান (সকাল ২৭.৩.২৬. ইসমাইলপুর সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রি ! মধুর জীবন দ্বিরায় এইরাত্রিগুলো কি এক অপূর্ব সম্পদ।) জ্যোৎস্নারাত্রে আকন্দগাছগুলো কি সুন্দর দেখায়।

চৈত্রমাস যায় যায়, মাঠ বন ফুলে ফুলে ভরে গিয়েচে।নির্জন মাঠের উঁচু ডাঙ্গায় ফুলে-ভরা ঘেঁটুবন ফুরফুরে দক্ষিণবাতাসে মাথা দোলাচ্ছে...নদীর জল, সুন্দর জ্যোৎস্নারাত্রের জ্যোৎস্না পড়েছে—নদীর ঘাটে মেয়েরা এইমাত্র জল নিয়েচলে যাচ্চে—মাটির পথের উপর তাদের জলসিক্ত চরণচিহ্নএই খানিকক্ষণ হল মিলিয়ে গেছে, নদীর ধারের বনে বনেপাখিরা এই খানিকক্ষণ গান গাওয়া শেষ করেচে...।

ঘাটের ওপরকার নাগকেশর গাছের ফুলে-ভরা ডালটিনুইয়ে কোন্ রূপসী গ্রামবধূ সন্ধ্যার আগে বোধহয় ফুল পেড়েছিল, গাছতলায় সোনালি রং-এর গর্ভকেশরের বিচ্ছিন্নদল ছড়ানো, মরকত মণির মতো ঘন সবুজ রং-এর পাতা তলাবিছিয়ে পড়ে আছে....

ওই উঁচু ডাঙ্গায় হয়তো কত গৃহস্থের বাস্তুভিটা লুপ্ত হয়েজনহীন প্রান্তরের সামিল হয়ে পড়ে আছে...কত মা ও তাদের অবোধ শিশু সন্তানদের হাসিমুখ...কত নবীন জীবনের নবীন উচ্ছ্বাস আনন্দ...তাদের হাসি ঘেঁটু ফুল, আকন্দফুলের দলেফুটে মাঠের মধ্যেকার জ্যোৎস্নারাত্রির আলো আরো বাড়িয়েতুলেচে...

(27.3.26***)

একটি বৈষ্ণবচরিত্র

ব্রাহ্মণ, নিত্যানন্দ বংশ, বৈরাগ্য হয়। স্ত্রীকে বলে, চল্সংসার ছেড়ে যাই ।স্ত্রী বলে আমিও যাবো। বলে,বাঁশবাগানেরঐ *** নিয়ে আয়, রাঁধ, খেয়ে চল্ বেরুই। বেরোয়।কামারবাড়ি থেকে ভাত আনে, এনে গোসাঁই-এর নেমন্তন্নে পাত রাখে। সকলে খুব মান্য করে। বড় চৈতন্যচরিতামৃতপড়ে। অপরের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে বলে কি বাজে গল্প করছ, একটু বই পড়ো। দু-চার লোক আছে, তারা বই খুললেই পালায়।লবণ-কলাইয়ের দোকান কিনিয়ে দেয়। ১৫ মিনিটের মধ্যেদোকান সাফ। [মারা যাওয়ার আগে জান্তে] এক মেয়ে আছে, বলে যাকে খুশি বিয়ে কর। সে এক বৈষ্ণব বিয়ে করে। এ নদীরধারে বসে বসে শুধু আপন মনে পদ রচনা করে—

(১) দিন-দুপুরে চাঁদের উদয়

রাত পোহানো হল ভার—

(২) সময়ে বিন্দু বরষালো না,

অসময়ে বর্ষা ভারী

মারা যাবার আগে জান্তে পারে, বইখানা প্রিয়—বলেঅমুককে ডাকো,—এলে বলে, "বাবা শিগগিরই মারা যাবো, বইখানা কারে দিয়ে যাবো ?তোমাকেই দেখছি এক এরউপযুক্ত। তুমিই নাও।

এ লোক পায়ের ধূলো নিয়ে মাথা পেতে বইখানা নেয়। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে গুরু বলে স্বীকার করে। বলে মন্তর দাও—বলে মন্তর কি ?নদীর ধারে বসে আলোর উপাসনাকর।" নিজেকে ভাববে সকলের চাকর।

(আজ সকালে পাঁপরভাজাও চাখাইতেখাইতে গোষ্ঠবাবু *** *** গল্প কর্তে লাগল কি ফুল সূর্য উঠবার আগেই জলে ফোটে, আবার মুড়ে যায়, Watch কর্তে লাগলুম।)

observation on style.

ওপরের দুটো মিলিয়ে পড়ো। এখন প্যারাতে এরকমযদি লেখা যায়, "সন্ধ্যায়*** জ্যোৎস্না রাতের জ্যোৎস্না উঠবে।তখন গ্রাম্যবধূগণের পদচিহ্ন মুছে যাবে, পাখি গান গাওয়া শেষ কর্বে। future tense বেশি ভালো।"

তাছাড়া দুটো মিলিয়ে পড়ে দেখে মনে হল আগে কয়েক প্যারা স্বভাব বর্ণনা, পরে কয়েক প্যারা নিছক fact পরে আবারএক প্যারা স্বভাব বর্ণনা এতে effect বেশি হয়।"

Apu II.

সর্ব ও অপু*** বাড়ি

হইতে প্রত্যাবর্তন অধ্যায়

এখন গ্রীষ্ম অপরাহ্নে (as per description following note) অপু বসে বসে তার দিদির কথা ভাবত—এই সময় থেকেই জীবন তার গন্ধ, বর্ণ, রূপ, রস এর মনে ছড়িয়েছিল...শৈশব জীবনের বিশ্ব তার ঘেঁটুফুল দোলানো খেলাঘর, বিপুলআলো-ছায়া, বাঁশবনের, আমবনের ছায়া, উদারপ্রসারী মাঠ, পুতুলের বাক্স, চৈত্ররাত্রের জ্যোৎসা, শেওড়াবন, পাখির ডাকনিয়ে তার মনে স্থায়ী ছাপ দিয়ে দিয়েছিল...শোকে স্মৃতিতে ছেলেবেলা থেকেই এ বিশ্বতার কাছেকরুণ হয়ে উঠেছিল...বড় হলেও এ কথা সে ভোলেনি..কতদিন গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নে গ্রাম্য নদীর ধারে দাঁড়িয়ে সে অপর পারের শেষ-রোদ মিলিয়ে যাওয়া ফুল-ভরা শিমুল গাছটার দিকে চেয়ে চেয়ে কত কি ভাবত...নদীর ধারে বনে গাছে গাছেকত কি পাখি কিচ্‌কিচ্‌ কর্ত..নিকটেনদীর ঘাটে গ্রাম্য মেয়েরা জল নিতে আস্‌ত—তার মনেহোত, জগতটা ভয়ানক বেগে গতিশীল, বনে বৎসরে বৎসরেনূতন পাতা গজাচ্চে, পুরোনো পাতা হল্‌দে হয়ে ঝরে পড়চে...ঝোপে ঝোপে নতুন ফুল ফুটচে, পুরোনো ফুল কোথায়] নতুন নতুন পাখির দল পুরোন মরা পাখির জায়গায় আস্‌চে...গত পঞ্চাশ বছরে। কত [নিতুন] গাছপালা, লতা, পাখি ফুলফল এসেচে মারা গিয়েচে...গ্রামের ঘাটে যেসব তরুণী মেয়েরা আজ জল নিতে এসেচে, ত্রিশ বছর পরে ওরা পাকাচুলে প্রৌঢ়া হয়ে যাবে, যারা আজ আছে প্রৌঢ়া, তারা কোথায়মিলিয়ে যাবে, যারা আজ মায়ের কোলে এসেচে, অবোধশিশু, ওরা আবার ওইরকম শিশুসন্তান কোলে নিয়ে আস্‌বে,.. ? মাটির পথের বুকে [অতীতকালের] গত পঞ্চাশ বছরেরমধ্যে কত তরুণী, শিশু, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়ার আসা-যাওয়ার পায়েরদাগ...কোথায় কে চলে গিয়েচে, নবগঙ্গা যেমন টোকা পানারদাম ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেম্‌নি কত শিশু, তরুণী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ, কত হাসিখুসি, আশা, আমোদ, সুখ দুঃখ নিয়ে কোথায়কতদিন আগে ভেসে চলে গিয়েচে, মাটির পথের বুকে তাদেরজলসিক্ত পায়ের দাগ কবে মুছে লুপ্ত হয়ে গেছে, তাদেরজায়গায় আবার নতুন নতুন আলতা-পরা পা, নতুন হাসি-ভরাচোখ, নতুন মুখ, নতুন নতুন হাসি আনন্দ নিয়ে আস্‌চে... [যেনবনে পুরোনো পাতা ঝরে পড়ে নতুন পাতা গজাচ্চে] এরাও যখন মিলিয়ে যাবে, তখন আবার একদল আসবে...তারপরআর একদল... কালের অনন্ত প্রবাহ, পথহীন যাত্রায় কোথায়চলেচে...ঢেউ- এর পর ঢেউ ফেনার ফুল মাথায় নিয়ে একেএকে আসচে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে...ওর ওপারে সেই কল যেন আজও চাকা তুল্‌চে...আজও তুল্‌চে...।

তার বিছানায় মুচকুন্দ চাপা থাকতো...তার মা বলতোওতে ছারপোকা মারবে ...এরপর যখনই সে আবার মুকুন্দ চাপার গন্ধ শুকেচে, আবার এই শৈশব তার ঘেঁটুফুলের ঝাড় দোলানো খেলাঘর, জল পড়া ভাঙা ঘর, ছায়া-ভরাবাঁশবন, পাখির ডাক, লেজ-ঝোলানো হল্‌দে পাখিটা, উলুখড়ঢাকা মাঠ, গ্রীষ্মদিনের রোদ পোড়া সোঁদা-মাটির গন্ধ, মায়েরহাতের বেলপানা, শশাকাটা এসব নিয়ে একটা মস্ত মিছিলেরমতো ফিরে আস্‌তো ওদের পেছনে পেছনে

তার [দিদি] ছেলেবেলাকার দিদি আবার ফির্‌তো, তার রুক্ষচুল নিয়ে, নাটাফলের পুটুলী নিয়ে, আলতা পরা পা নিয়ে, পুতুলের বাক্স নিয়ে, নির্বোধের মতো হাসিমুখে আবার ফির্‌তো..এক মুহূর্তে এ শৈশব তার আবার ফিরতে...

সে বুঝেছিল... বিলাসের মর্মর প্রাসাদে যে জীবনের আনন্দ ও সত্যরূপ ধরা দেয় না, উঁচু দেওয়ালে সার্সি বসানো জানালা ও ভারী রেশমী পর্দা টেনে আলো ভিতরেঢোকে না, তার দৈন্য-ভরা জীবনের ফুটা চালের ফাঁক বেয়ে অনন্ত জীবনানন্দের জ্যোৎস্না তার ভাঙ্গা খাটের উপরপড়েছিল—জীবন তার একপেশে, সঙ্কীর্ণ, রুদ্ধ হয়নি। হাসিতে, কান্নাতে, দুঃখে আনন্দে, আশায় নিরাশায়, ফুলে ফলে, আলোয়, বর্ণে, গন্ধে, গানে পরিপূর্ণ ও সার্থক হয়েছিল।...

(Bha 23.3.26***)

এর কিছুদিন পরেই সর্বজয়া মরিল***

অপু যখন মাসিমার বাড়ি গেল, তখন সেখানকারবদ্ধ আদুরে জীবনের ফাঁকে ফাঁকে শুধু তার পাড়াগাঁয়ের গাছপালা ভরা জীবনের কথা মনে পড়িত ও দিদির কথা মনে পড়িত—দিদিই তাহাকে উন্মুক্ত জীবনের আনন্দশিখাইয়াছে—আর কি সে ঘরে বদ্ধ জীবনের গণ্ডীতে কাটাইতেপারে ?তাহার দিদি এই উন্মুক্ত জীবনের কাঙাল ছিল তাইচলিয়া গেল—জানালা দিয়া স্তব্ধ দুপুরে মুখ বাড়াইয়া, যখনতাহার মা নীচের রান্নাঘরে ঘামিয়া রাঙা হইয়া উঠিয়াছে—তখনতাহার মনে হইল দিদি তাহার এখনো নাটাফল কুড়াইয়া ফিরিতেছে, এইদুপুর রোদে, রুক্ষচুলে—সেখানকার contrast অন্যরকম শহুরে ইঁচড়ে পাকা বড় মানুষের ছেলে—বিলাস— খাওয়াদাওয়া—গাছপালার বিরহে সে খাতায় লেখে— সেওড়াগাছ, সজনে গাছ, তাহার দিদির কথা—কত কি—বারবার পড়ে... school life—কোনো বন্ধু-বাড়ি আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল—যেদিন আসিবে সেদিন সর্বজয়ার কি উৎসাহআনন্দ। সে দু'একটা জিনিস চুরিকরিয়া ঘর সাজাইবার জন্য রাখিয়াছিল—মা ও ছেলেতে বাড়ি আসিল—এক হাঁটুজল-চামচিকার বাসা—সর্বত্র দিদি—এর কিছুদিন পরেই দিদির ভূত—মা-মা-[সর্বজয়া মারা গেল]—অপু মন্তর দিতে পালায়, সেই বধূটি দেখা হইল ?বেশ্যা হইয়া গিয়াছে ? ... অত্যাচারে ?সুস্থ হয়ে বড় হয়ে পরে disillusioned হয়ে suicide কল্লে ?আমডোবের সেই বাগদী, শামুক গুগলীকুড়োয়...অপু কাঁদে—তার স্মৃতি !...

হরিহরের সঙ্গে অপু ফেরে—ঘরে একটি পয়সা নাই, চালনাই...হরিহর optimistic আর বাড়ি যায়—গোয়াড়ির মারবাড়ির ব্যবহার—পরে অনির্দিষ্ট গ্রাম, ক্ষুধা কষ্ট-শিষ্যবাড়িপৌঁছয়-বধূ... যত্ন... love-বধূর সঙ্গে প্রণয়—অপুকে সঙ্গেনিয়ে যাই, দুটো খেতে পাবে।

Apu II.

এইরকম অল্পবয়স হতেই সে নির্জন চিন্তার উপকারিতাবুঝিয়াছিল...সিন্দুরে-মেঘ ভরা বৈকাল, নিস্তব্ধ চৈত্র-বৈশাখের

দুপুর, কলস্বনা গ্রাম্য নদীতীরে, পুষ্পিত প্রাচীন সপ্তপর্ণ, ঘেঁটুফুলে ভরা মাঠের উঁচু ডাঙ্গা, কুঁচ কাঁটার ঝোপে পাখিরডাক, বন-অপরাজিতা, কল্‌মী, ফুলের মৃদু, মিষ্ট সুরভি—এসবতার প্রাণে যে আবেশ অনিত,এদের মধ্যে বসে নির্জন চিন্তায় মনের মধ্যে এখন তখন বিদ্যুতের আলোর মতো যে উদার, বিপুল আনন্দমিশানো গম্ভীর সত্যের উদয় হোত—তার আস্বাদ সে এই অল্পবয়স থেকেই পেতে আরম্ভ করে... বদ্ধ বাতাসে, কৃত্রিম জীবন-যাত্রায় তার হাঁপ ধরতো...সে অতভেবে দেখ্‌তে না যে কেন সে বদ্ধ বায়ু সহ্য কর্তে পারে না, সে এর কারণ বুঝতো না, কিন্তু আর এক অন্তর্লীন প্রেরণাএইসময় থেকেই তাকে মুক্ত হাওয়ার দিকে টেনে নিয়ে চলত... অবুঝ অবোধ বালক, কোন যেন এক অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিতে সেনিজে নিজের অজ্ঞাতসারে আপনা আপনি আকৃষ্ট হয়ে ছুটে যেত—

উদার বহিঃপ্রকৃতি যে মানুষের আত্মার কত বড়বিশল্যকরণী, তাহা সে কোনো বই পড়িয়া বুঝে নাই...নির্জন চিন্তা যে প্রাণের কতবড় খোরাক, তাহা তাহাকে কেহ বলিয়া দেয় নাই...তাহার নিষ্ঠুর দুঃখ-ভরা শৈশব তাহার দিদির মতো রুক্ষচুলে, খেলো কাচের চুড়ি হাতে ডাগর স্নেহ-ভরাহাসি মাখানো চোখ, তাহাকে নিজের কোলে বসাইয়া এসবশিখাইয়াছিল...

কতদিন সে আপন মনে মনে বেড়াইত...কাহারও সঙ্গে মিশিত না...তাহার দিদির ধাত তাহাকে হঠাৎ পাইয়া বসিল...বিশেষত বোধহয় এতদিন কলিকাতার বদ্ধ, কৃত্রিম জীবনের পরে এ নেশা তাহাকে আরো পাইয়া বসিল...সে তো ছিল অবোধ...কিন্তু জ্যোৎস্না তাহার বড় ভালোলাগিত...পথের নোনা, ভাঁট, ঘেঁটুবন, কোনো পুরোনো ভিটায়পড়িয়া থাকা ভাঙ্গা মাটির পাত্র—ভাঙ্গা খোলামকুচি, নতুনপাতা-গজানো বৈঁচি ঝোপ, এসব দেখিলে তাহার মনের মধ্যে যেন কেমন করিয়া উঠিত...সে ইহাদের মধ্যে নিজেকেএকেবারে হারাইয়া ফেলিতে চাহিত...ইহাদিগকে ছাড়িয়া সেবেশিদিন থাকিতে পারিত না...এক একসময় ফিরিয়া অপূর্বআনন্দ তাহাকে পাইয়া বসিত—সে আপন মনে নাচিত, গানকরিত, সাধারণত তাহার মা দেখিয়া বলিত ছেলে আমার পাগলহল—পাড়ার লোকও বলত ও পাগল হবে তা জানি, গোড়া থেকেই একটু পাগুলে স্বভাব-সতু দিব্যি পড়াশুনো করে, মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি, জল ছবির ব্যবসা করে সে বুঝে কত—

জনহীন গ্রাম্য নদীতীরে প্রকৃতিরানি শেষ প্রহর রাত্রের জ্যোৎস্না তার বাঁশী বাজান। তার সুর, সত্যের সুর। জগতেরযে দিক্ দুঃখে, হতাশায়, দৈন্যে, আশাহত ব্যর্থতায়, বেদনায়, অপমানে, চোখের জলে করুণ, মধুর, তাঁর বাঁশীতে গভীরনির্জনে সেই সুর বাজে...তারায় তারায় তার রেশ লাগেছায়াপথ বেয়ে ভূমণ্ডল সারা বিশ্বে তার প্রতিনিধি আনে...ঘূর্ণমান গ্রহরাজ্য নিষ্ঠুর গতি পেয়ে উল্লাসে ছুটে চল্‌তে চল্‌তে অন্যমনস্ক হয়ে যায়...তাঁরই সৃষ্ট জীবজগতের যে কষ্ট তিনি ইচ্ছা করিয়াও জয় করিতে পারিতেছেন না, তাহারই দুঃখেতাঁর ব্যথিত আত্মার এ গান...জন-কোলাহলে সে সুর শোনাযায় না...একে শুনতে হয় কোলাহলের বাইরে, নির্জনে, বনপ্রান্তরে, একমনে বলে থাকলে...

contd.

(ওই বর্ণনাটা বসাতে হবে এর মধ্যে—যে বনে বনেবেড়াতো—তার জীবন পুলকের সংজ্ঞা—***)

টীকা

১৯২৬ সালের মার্চ মাসের তিনটি তারিখ বিভূতিভূষণের এই খসড়ায় পাওয়া যাচ্ছে—২৩, ২৪ আর ২৭। পাতাটিরদু'পিঠেই দু-কলামে লেখা। আমরা যে ক্রমে তা পড়লাম, বিভূতিভূষণ সেই ক্রমেই লিখেছিলেন কিনা, তা বুঝবার উপায়নেই। লেখার ধারাবাহিকতা এতবার ভেঙে গেছে, এতবারমাঝপথে যেন প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছেন, যেন কোনো নিশ্চিত ক্রম বানিয়ে নেওয়া কঠিন। কেন যে পৃষ্ঠার একদিকে উপরে'ইন্দুলেখা' আর 'বিজয়' লেখা আছে, বোঝা গেল না। ইন্দুলেখাতো 'পথের পাঁচালী'তে অপুর দেখা যাত্রার রাজকুমারী, তার ভাইতো রাজকুমার অজয়—বিজয় নয়। আবার 'ইন্দুলেখা'র উপরেবিভূতিভূষণ লিখেছেন Apu II। পাণ্ডুলিপিতে Apu-I, Apu-II-রউল্লেখে আমরা এতক্ষণ ভেবেছি, তখনো পথের পাঁচালী অথবা 'অপরাজিত' নামকরণ বিভূতিভূষণের আয়ত্তে আসেনি। তিনিপ্রথমটির প্রাসঙ্গিক খসড়াকে Apu-I হিসেবে এবং দ্বিতীয়টির আনুষঙ্গিক টীকাকে Apu-II হিসেবে উল্লেখ করতেন। কিন্তু 'অপরাজিত'তে তো দূরের কথা 'পথের পাঁচালী'র "অক্রুর সংবাদ" অংশেও কখনো ইন্দুলেখা অথবা অজয় আসেনি।

'অপরাজিত' উপন্যাসে অপুর নিশ্চিন্দিপুরে প্রত্যাবর্তনেরপরে, অকালমৃতা দুর্গা বারবারই তার স্মৃতিতে ফিরে আসত। তেমন স্মৃতিচিত্রণের ইতস্তত খসড়া এই পাতাটিতে আছে। আর সেই যে হর্তেলের মতো গায়ের রং, এক বামুনবাড়ির বউ বাগ্‌দিরসঙ্গে কুলের বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল, তার গল্প অপু শুনেছিলআড়বোয়ালের স্কুল

থেকেমনসাপোতায় বাড়ি ফিরবার পথে একসহযাত্রীর কাছে। এ হল 'অপরাজিত' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছিদেরঘটনা (শ ২, পৃ ১৫-১৬)। ওই ঘটনাবিন্যাসের প্রক্ষিপ্ত পরিকল্পনা১৯২৬-এর এই পাতায় মিলবে। আবার এমন কিছু ছকও হয়তোএখানে রয়েছে, যাকে বিভূতিভূষণের কোনো গল্পে/উপন্যাসেসনাক্ত করা কঠিন।

ডিসেম্বর ১৯২৬

দুপুরের শান্ত নীল আকাশে এক একদিন সে চাহিয়া থাকিত—

আপন মনে মনে ভাবিত—তাহাদের গ্রামের ছোট্ট নদীটার ঘাটে এতক্ষণ তাহার রাজুকাকা স্নান করিতে নামিয়াছে। টেপীগোয়ালিনী বলিতেছে: দা ঠাকুর, এত বেলা যে হল ?

—এই একটু হান্‌ডাঙায় তাগাদা করে এলুম বাপু, যে দিন কাল পড়েচে, তাতে তোমায় বাড়ি বয়ে যে কেউ টাকা দিয়েযাবে, সে দিন নেই—

হয়তো তাদের ছোট্ট নদীতে নৌকা বাহিয়া যাইতে যাইতেঅক্রুর মাঝি বলিতেছে:—

ও কুড়ুনীর মা, বেগুন ব্যাচব-না খাবার জন্যে তুলচো ?

ওধারে বাবলা বন, শীতের দীর্ঘ ঠান্ডা ছায়া শিরীষ গাছটারতলায় *** পড়া ঠেকানো আভাস দিতেছে। খেজুর গাছেভাড়বাঁধা রসের গন্ধ বাহির হইতেছে—

হয়তো সেই লক্ষণ (লক্ষ্মণ ?) মহাজনদের দেশে বধূএতক্ষণ আঁচল পাতিয়া ঘুমাইয়া আছে, এঁটো বাসন উঠানেরছেঁচ-তলায় জড়ো করা। কাকে টুকরাইতেছে, বাড়িতে সাড়ানাই, শব্দ নাই, যেন রৌদ্রময়ী রাত্রি দুপুর...বাহিরের বিচালীগাদা হইতে নতুন বিচির পালই-এর, ধানের নাড়ার গন্ধ বাহিরহইতেছে...

নয়তো তাদের বনে ঘেরা বাড়িটা—কিকি পাখিডাকিতেছে—সেই মিষ্টনিঃশব্দ শান্ত বিকালের ছায়া—সেইদূরের অশ্বত্থ গাছটা।

৫০০ বছর পরে কোথায় থাকিবে এরা ? এই অত্যন্ত আগ্রহের প্রাণযাত্রা, নিত্যনূতন মহোৎসব কল্পনা, ছোটখাটোজীবনযাত্রার সুখ ও ঐশ্বর্য... ?

আবার নতুন মুখ, নতুন চোখ, নতুন মন এইরকমআনন্দে, সুখে, প্রাণভরা আগ্রহে ঘরকন্না শুরু করিয়া দিবে—

নীল, নিঃসীম আকাশ, মাথার উপরে দূর-দূর প্রসারিত...নীল, নীল, এখন নীল ! একটি চিল উড়িয়া যাইতেছে—সেই ছেলেবেলাকার মতো—দূর হইতে দূরে, দূরে-বহুদূর শূন্যে একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো কোথায়চলিতেছে—অনন্তের পথে পথে গতির মতো !...

ইতিহাসের Ancient world-এর উপর তাহার অদ্ভুত আসক্তি আছে। সে দেখিতে পায়—চোখের সম্মুখে সেযখন জন্মায় নাই—তাহার হাজার বছর আগে তাহারা সবচলিয়াছে—তাহাদের অস্পষ্ট পদশব্দ মহাকালের বীথিপথতলে কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে—দিনে দিনে Alexenderকেসে দ্যাখে—বীর—হাসিয়া মাতাইয়া জীবনকে—স্ফূর্তি করিয়াউড়াইয়া দিল—তাহাদের সঙ্গে কতদিনের কত হাসিমুখ তরুণতরুণী আসে...

কত ***, কত Horace...তাহাদের দেখিতে ইচ্ছাকরে। কত দ্রাক্ষাকুঞ্জে, নীল সমুদ্রের ধারে, মাথায় অলিভগাছের নতশাখা বাঁধিয়া চাঁদের আলোয় তারা নৃত্য করে।মরু-বালু খুঁড়িয়া বহু শত-ফিট্ নিম্ন হইতে খুঁড়িয়া বাহিরহয়..তাদের অতীত কালের অলক্তক রাগ রক্ত ধূলিভরা পায়ের চিহ্ন...পাথরের আর্‌ড়া খাব্‌ড়া দেওয়ালের গায়ে

গায়ে তাদের কত অদৃশ্য শিলালেখ,...ঠান্ডা, ভাঙা মেজের বড় পাথরের নীচে অন্ধকার গর্ভে ছোট আধারে বদ্ধ তাদের মণিহার গুপ্ত ছিল—তাহা বাহির হয়...কত দিনের কত আনন্দের নিদর্শন।

দূর অতীতের বনে বনে যে সব ফুল ফুটিত, যে সবপাখি বৈকালের ছায়ায় আধ-শুক্‌না ডালে বসিয়া গান গাহিত, [মরু প্রান্তের বালুর মততা কতদিন আগে তাহারা সীমাহীনঅনন্তে মিলাইয়া গিয়াছিল] এ সব মরু প্রান্তরে আজওতাদের নিদর্শন বাহির হয়। তাদেরই সম্মিলিত শিল্পের পুরানোদিনের নাগরিকদের প্রতি দিবস মধ্যাহ্ন রাঙানো—যে দিবস, যে মধ্যাহ্নের আজকাল কোনো খোঁজ মেলে না। সীমাহীন কালসমুদ্রে কতদিন বিলীন হইয়া গিয়াছে—

একটি ছোট্ট বালকের সমাধি গ্রিসের কোনো অজানাপ্রান্তরের তাকে বড় ব্যথিত করে, সেই যে তার বাপ লিখিয়ারাখিয়াছিল:—

This child of ten years

Philip his father

his great hope Nichotilas.

সুন্দর মুখ সুন্দর রং পরিবালকের মতো লাবণ্য-ভরা দশবৎসরের বালক নিকোটিলাসকে নির্জন প্রান্তরে খেলা করিতেসে যেন দেখে...রাঙা রাঙা সোনালী চুলের রাশ-ডাগর ডাগরচোখ...গ্রানাইট পাথরের কত কথায় তার পিতৃস্নেহ গ্রিসেরনির্জন প্রান্তরের যুদ্ধের সমাধিক্ষেত্রে অমর হইয়া আছে...

Apu II.

Vol II-এ খুব compressed কর্তে হবে—গোড়াথেকেই। প্রথম অধ্যায়ের থেকেই শহরের *** না ধরে—অনেক দিন তারা সেখানে থাকলো—প্রায় ২ বছর। কয়েক পাতারমধ্যে compressed narrative দিয়ে শহর জীবনের বর্ণনাশেষ করে তুল্‌তে হবে। এক সুর স্থায়ী—বধূর বর্ণনা—আধুনিকধরনের—শিক্ষিতা—কিছু গর্বিতা—অপুর কিন্তু তার প্রতি টান। বড় গৃহস্থ, বড় কারবার, বড় লাভ কারখানা যে বাড়িতেআর একজন অতি দুঃখি প্রৌঢ়া relative থাকে, তারদুঃখ—পুলুমামাতো বোন্‌ বন্ধুদের বাড়ি, একঘরে চুপিচুপিদুঃখের কথা বলে—ঠাকুরদালানে আপনমনে শোয়—কেউপৌঁছে না—ছেলে ছিল, চাকরি কর্তে মারা গিয়েচে...দূরপাড়াগাঁয়ে কোথায় বাড়ি...একজন কে আসে—সে অনেককেপ্রশ্ন করেচে—নানা দেশের কথা বলে—বই নেই—একটাস্কুলে যেতো...অন্য ছেলেপিলের সঙ্গে মারামারি হোত—এ বাড়ির এক ছেলে মাস্টারের মুখ (মুখে ?) লাথি মারলে...গাছনেই পালা নেই, ধুলো, মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ি, ড্রেন নর্দমা, কোনোদিকে যাওয়া যায় না...ইট্‌...ইট্‌... স্বাধীনতা একেবারেবন্ধ...

Vol II-এ সবটাই খুব compressed narrative নইলে কিছুতেই পারবো না...যেমন Plutarch's Lives ঐ রকম highly compressed narrative. নিজস্ব narrative ভিন্ন অসম্ভব হবে।

[২০ শ্রীগোপাল মল্লিকের লেন, রাধারমণ বিদ্যালয়ে spiritualistic affairs. ধোঁয়াভরা-গলি...অন্য জগৎ Heaven world.

অপু ঘাটে বসিয়া থাকিত—তাহাদের ছোট্ট নদীতে কতজায়গা থেকে নৌকা বাঁধিয়াছে। ***আসিল—ও শটি গোলেরদাম কত করিয়া দর করিত...মাছের নৌকা কৈ মাছ, শোল মাছশীতকালের দিনে বিক্রয় হইত। সায়েব...কত দেশের কতনৌকা...ওই রকম বাণিজ্যও সে করিবে !

এই নৌকাতে কোনো লোকের সঙ্গে আলাপতাহার গল্প—যে নিজে গল্প করিতেছে বৃদ্ধ নানাদেশবেড়াইয়াছে—কখনো কখনো গাড়োয়ানের গরুর গাড়িগাছতলায় বাঁধিয়া ভাত খাইত—সে দেখিত—কত দূরদেশ হইতে অসিতেছে!... কলিকাতা হইতে আসিয়া মাথারউপরে কেহ না থাকায় সে গ্রামের সর্বত্র একা একা বেড়াইতে লাগিল—নদীর ধারে, বাঁওড়ের ধারে ঘোড়া চড়িল...সিগারেটখাইল, কেহ দেখিবার নাই। পরের পাঁঠা চুরি করিয়া, দুষ্ট দলেমিশিয়া—মাথার উপর দেখিবার কেহ না থাকায়—খারাপ হইয়াযাইতে লাগিল—পড়াও না—শোনাও না।

এমন সময় একদিন বঙ্গবাসী ও প্রাকৃতিক ভূগোল-এরসেই বইখানা পড়িল—Dreamy boy পুনরায় dream land এর সন্ধান খুঁজিয়া বাহির করিল। সেই dreamland !...

ছেঁড়া পাতা নদীর ধারে একা বসিয়া পড়ে। চীনভ্রমণপড়ে—হংকং, সুয়েজ...সব পুরাতন বঙ্গবাসীতে ভ্রমণবৃত্তান্তপড়ে—এইসময় শীতে নৌকা আসে—নানা গরুর গাড়িআসে—দেখে]

Bha 27.12.26

কল্য evolution in plants বক্তৃতা হইল...সাধনবাবু দিলেন। অদ্য সকালে উপেন কাকা ও কবিরাজ আসিলেন।সাতটাকা চাইবার জন্য সন্তু পাল অনুরোধ করিল বোধহয় বড়দিনের জন্য দিল্লি সঙ্গে লইয়া যাইবে—মাছ আম নায়েবলীলাময় টাকা পায় তবে।

তাহার কলেজ জীবনের "D" incident. Wellington sq. ক্রমে ক্রমে rational self-consciousness-এর vision কেমন বিস্তৃততর হইয়া পড়িতে লাগিল।

East Bengal flood-এর সময় সে মোজা (?) পরিল —অর্ধেক টাকা অপরকে দিয়া দিল।

V. Imp. To read worksof Materlinck-Iron voices of the Legions, State guard employeesব-দ্বীপ—সমুদ্রভ্রমণ—চন্দ্রনাথ—আগরতলা আমাদের দেশেরপ্রাচীন স্থানসমূহের উপর এমনি সব প্রবন্ধ—নালন্দা—রাজগির—সারনাথ—দেওঘরভ্রমণ—লছমীপুরের বন—চূর্নারদুর্গ।

মার মুখে হাসি দেখিলে অপু বড় খুশি হইত। বেগুন আনিয়া বলিত, (ইহার পরে যখন একেবারে পাড়াগেঁয়ে হইয়া পড়িতেছে—যখন তাহার মা বলিত—বেশ হাট কর্তে পারে) আমি আরো এনে দেবো মা...আমি যদি যাই দ্বারিক কাপালীঅনেক বেগুন দেবে—বোলেচে, খোকাঠাকুর, তুমি এসো...

V.2. A Character

চিনিবাস সেথোগিরি করে। যত মাছ-বেচুনী—জেলের মেয়ে, বোষ্টমের মেয়েকে—যারা ডালা কাঁখে নিয়ে নাড়ায়...

“বলি হা গা কাপালীর মা, এ জন্ম তো মাছের ডালা বয়েই কাটিয়ে দিলে—তা গয়া কাশী করবে না—হ্যাঁ গা ?

টীকা

এই পাতাটির অন্তত কিছুটা বিভূতিভূষণ ভাগলপুরে বসে ১৯২৬ সালের ২৭ ডিসেম্বর লিখেছিলেন। এই পাণ্ডুলিপিতেও বারবার Apu I—বা Vol II-র উল্লেখ দেখি। অপরাজিতউপন্যাসের একেবারে প্রাথমিক প্রস্তুতির কোনো কোনো খণ্ডমুহূর্তকে পাওয়া যায় সেখানে। আবার মাছ অথবা শটির নৌকো, অক্রুর জেলে, কুড়ুনীর মা, টেপীগোয়ালিনীর কথা পড়তে পড়তেপাঠকের মনে হতে পারে, এ বুঝি ‘উৎকর্ণ’, ‘ঊর্মিমুখর’ অথবা ‘হে অরণ্য কথা কও'-র মতো দিনলিপির কোনো অংশের প্রস্তুতি। একেবারে শেষে যে চিনিবাসকে দেখলাম, তাকে প্রকাশিত, পরিচিত ‘পথের পাঁচালী’র চেনা চিনিবাসের থেকে আলাদা মনে হল !

মহাকালের গতিপথ ধরে প্রাচীন ইতিহাসের দুয়ারে গিয়েদাঁড়ানো বিভূতিভূষণের দিনলিপির অভ্যস্ত ঘটনা। তেমন চর্চাথেকেই গ্রীসের অজানা প্রান্তরে দশবছরের বালক নিকোটিলাসেরসমাধির প্রসঙ্গ এসেছে। অপু যেদিন কুঠীর মাঠ দেখতে জীবনে প্রথম গ্রামের বাইরে পা দিয়েছিল, 'পথের পাঁচালী'র সেই সপ্তম পরিচ্ছেদে ("আম আঁটির ভেঁপু"র সূচনায়) কুঠিয়াল লারমার সাহেবের সাতবছরের ছেলে এডউইন লারমারের সমাধিও সেদিন সে দেখেছিল অবাক বিস্ময়ে (শ ১, পৃ ২৩)। জানি না, পথের পাঁচালী'র ওই সপ্তম পরিচ্ছেদ ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসের আগেই পাঠকেরপরিচিত চেহারায় পৌঁছে গেছে কিনা ! তবে উল্লেখযোগ্য যে, 'পথের পাঁচালী' হীরক জয়ন্তী সংস্করণ'-এ যে দুর্গাহীন 'পথের পাঁচালী' ছাপা হয়েছিল এবং পরে যুক্ত হয়েছিল 'জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ বিভূতি রচনাবলী'র অষ্টম খণ্ডে, সেখানেও এডউইন লারমারের সমাধির কথা, এবং বালকের মৃত্যুর বর্ণনা আছে (পথের পাঁচালীহীরকজয়ন্তী সংস্করণ, পৃ ২৮৭-৮৮; শ ৮, পৃ ৬৫৯-৬৬১)। আরতা আছে, 'পথের পাঁচালী'র পরিচিত পাঠের প্রাসঙ্গিক বিন্যাসটিরতুলনায় বেশ খানিকটা বিস্তারিতভাবেই অনেক পরে ১৯৪৩ সালে লেখা ছোটগল্প "স্বপ্ন-বাসুদেব"-এর মুহূর্তও যে উত্তরপ্রদেশেরকোনো এক শহরে একটি স্মৃতিফলক দেখা থেকেই শুরু, একথাবিভূতিভূষণ নিজেই বলেছিলেন ভ্রমণসঙ্গী যোগেন্দ্রনাথ সিন্‌হাকে।ঠিক কোন্ সময়ে, কী ধরনের স্মারক তিনি উত্তর প্রদেশে দেখেছিলেন, পাঠকের কাছে তার আরো নিশ্চিত কোনো হদিসনেই উপরের পাণ্ডুলিপির ফিলিপ পুত্র নিকোটিলাস আর "স্বপ্নবাসুদেব" কাহিনির ভগবান বাসুদেব বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক সৃজনের প্রবাহে একাকার হয়ে যেতে পারে কী পারে না, সে বিষয়েনিরুত্তর অনুমানই পাঠকের সহায় !

কী বিপুল অধ্যয়নের ভিতর দিয়ে বিভূতিভূষণ নিজেকে তার সাহিত্যিক পরিকল্পনার যোগ্য করে তুলতে চাইছেন, তার একাধিক প্রমাণ উপরের পাণ্ডুলিপিতে আছে। লিখেছেন, 'Vol II এ সবটাই খুব compressed narrative নইলে কিছুতেই পারবো না...যেমন Plutarch's Lives p a highly compressed narrativeনিজস্ব narrative ভিন্ন অসম্ভব হবে। ওই রকম প্লুটার্ক রোমান ঐতিহাসিক, তার সময়কাল ৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০ খ্রিস্টাব্দ। প্রথম শতাব্দীতেতাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Parallel Lives'-এ তেইশটি গ্রিক এবং তেইশটিরোমান জীবনের কাহিনি পাশাপাশি চিত্রিত আছে। প্লুটার্ক-এর এইবিখ্যাত গ্রন্থ থেকে শেক্সপিয়র সহ বহু নাট্যকার নিজেদের নাটকেরমালমশলা সংগ্রহ করেছেন। প্লুটার্কই প্রথম লেখক, যাঁর রচনায় ইতিহাস এবং জীবনীর ভিতরকার পার্থক্য সূচিত হয়। এই 'Lives' এর তুলনীয় narrative 'অপরাজিত'-র লেখকের অন্বিষ্ট!

জানুয়ারী ১৯২৭

একজন লোককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—কোন্ গাড়িতে এলেন ? ... তবে আর নিস্তার নাই। সে অন্তত দশখানা গাড়িরনাম করিবে মায় তাহাদের টাইমিং ও stoppage পর্যন্ত।

VI.

গুলুকে কম্বলমুড়ি দিইয়ে সকলে ছেলে-মেয়ে মিলে খেলাকরে। গুলুকে চাপা দেয়, গুলু হাত পা নাড়ে, মরে যায়...সেকম্বলের মধ্যে থেকে যন্ত্রণায় বলে ডিডি...ডিডি। শান্ত, বোকা, ছোট সাড়ে চার বছরের শিশু...চুপ করেই মরে যায়...সকলে কম্বল ফেলে দৌড় মারে...যে আসে বলে কপিছাক আঁডো ?... কপিছাক আঁডো ? ...(a short story)

Bha, 1.1.*27*

তার মনে হয় বয়স হয়ে যাচ্চে যৌবনদিন গেল, সে স্কুলে কাজ কর্ত...কতদিন আগে এন্ট্রান্স পাশ করেছে ... একটুএকটু যেন কেমন মনে হয়, ...সময় গেল, সময় গেল...।

যাক্ না—তাতে কি ?...জীবন তো একদিনের দুদিনেরনয়, জীবন অনন্ত, কতবার আসবে, কতবার যাবে..কত গুলু, কত বিভূতি, কত সুখ দুঃখ ভরা জগৎপ্রবাহ...কতবার আসতেহবে, কতবার যেতে হবে...পথের ধারে আনন্দপ্রবাহ অমরহয়ে থাক্‌বে...ফুরিয়ে যাবে না কিছুই...

অসীম আনন্দের ভাণ্ডার সামনে যে খোলা রয়েছে. অপরিচয়ের জলধি এখনো যে সামনে অফুরন্ত—ফুরিয়ে গেল কি ! এই তো সবে আরম্ভ...দূরের শ্যাম বনানী রেখা যেখানেনীল আকাশের স্বপ্ন দেখচে, মনের মধ্যের জাগ্রত আত্মাওঅমনি অনন্তের স্বপ্ন দেখবে,এই তো সবে প্রথম পথ শুরু হল...মহাকালের বীথিপথ কত ফুল, ফল, আনন্দ নিয়ে সামনে খোলা রয়েচে। কত দৃশ্য অদৃশ্য লীলাস্রোত, কত*** অবদান—কতজ্যোৎস্না, কত সন্ধ্যা, কত হাসিমুখ এখনো পথের বাঁকে বাঁকে ভবিষ্যতের ছায়াভরা আড়ালে দাঁড়িয়ে তোমার জন্যই অপেক্ষাকর্চ্ছে যে ! অনন্ত তোমার গতিপথ সমস্ত উত্তর কাল ধরে দূর থেকে দূরে প্রসারিত রয়েচে...পাখির গানে তার আবছায়া আভাস দেয়। প্রথম প্রহর রাতের জ্যোৎস্নায় শুধু যে পথ দীর্ঘবনবীথির একরঙা শ্যামলতার মধ্যে দিয়ে একটু একটু চোখেপড়ে...চরৈবেতি...

পথহীন পথে নিত্য কাল ধরে যাওয়া-আসা। তোমার অমৃতময় হৌক...নিত্যসৃষ্টি তোমাতে জায়মান হৌক...

সেই বন্ধুদের পড়া মোটাসোটা গোয়েন্দা সামন্ত ন্যাপথার গন্ধ ...Giant entries... Arabian right ... সেইপ্রথম পড়া গ্রিকদের কথা... সে কোন জগৎ চোখের সামনে প্রথম খুললো সেই পাঠশালা। প্রথম বসন্তের আলোর পথে হেঁটে স্কুলে যাওয়া আসা...

VI.

অপু II এ অপুর ছেলেকে নির্জন বৈকালে অপু মুখভেঙাইয়া আমোদ দেয়। ছেলে অবাক হইয়া থাকে পরে মুখে ছোট হাত দিয়া বলে উঁ-উঁ-উঁ-অর্থাৎ আবার কর।

যেখানে অপু বসে বসে গ্রামের স্বপ্ন দেস্‌চে

মিষ্ট বাতাবী নেবুফুলের বিছানো, সজনে ফুলের মিষ্টগন্ধের ছায়ায় ছায়ায় আবার কবে গতি-বিধি ?

আবার কবে শিরিষ, সোঁদালি, নোনাগাছে পাখির ডাক? ...সোনাডাঙার মাঠে দিমুদ্রের ওপরে রাঙা আগুনেরফেনার মতো সূর্য অস্ত যাওয়া ? সেই ঠ্যাঙাড়েদের বট গাছটাযেখানে আঁকড়াচুল দস্যুর মতো দিগন্তের মধ্যে ওৎ পাতিয়াআছে ?—সেখানে ?

(Azma, 5.1.27)

জগুয়া খাজনা লইয়া পড়িল। সিমেন্টের *** পাইবারজন্য পোঁতা হইল।

অপু বড় হলে তার আনন্দ আসতো দূরপ্রসারী শ্যামলক্ষেত্র থেকে, জ্যোৎস্না থেকে, ***সর্ষে ক্ষেতের গন্ধ থেকে, ফুলেভরা সর্ষে ক্ষেত থেকে, পাখির গান থেকে, মাঠের মধ্যেরঅজানা বনঝোপের অজানা ফুল-ফল থেকে...

এক একদিন নদীর ধারে আপন মনে সে বসে বসেওপারের শিমুল গাছের দিকে চেয়ে চেয়ে সে ভাবত কত কি, সন্ধ্যা হয়ে আস্‌তো, সে উঠ্‌তো না...

কী বিপুল আনন্দ তার প্রাণে কোথা থেকে আসে ! কীঅপূর্ব জীবনপুলক !

এই ছায়ায়, এই শ্যামলতায়, ফুলে-ভরা এই বন-সোঁদালিগাছের দর্শনে যেঅমৃত মাখানো আছে, সে মুখে তা কাহাকেবলিবে ? কে তাহার এ চোখ ফুটাইল—কে সাজসকালের, সূর্যাস্তের, নীল বনানীর, শ্যামলতার মায়া তাহার চোখেমাখাইয়া দিল ?...

দূর বিসর্পিত দিকচক্রবালের রেখা দিগন্তের যতটুকু ঘেরিয়াছে, তারই কোনো কোনো অংশে বহুদূরে ***শ্যামলতাঅস্পষ্ট দিগন্তে মিলায়, কোনো কোনো অংশে ধোঁয়া ধোঁয়া দেখা যাওয়া বনরেখা পরিস্ফুট। কোনো দিকে সাদা সাদা বকের দল নীল পটে দূর হইতে দূরে উড়িয়া চলিয়াছে, মন কোথাও বাধে না, অবাধ, উদার দৃষ্টি পরিচয়ের গণ্ডি ছাড়াইয়া অদৃশ্য অজানার উদ্দেশে ভাসিয়া চলে !...

Decisions Apu II (Azma. 6.1.27*)*

First year এর পর সময় মা মারা গেল...poor scholar—পড়ার bravery zeal—বিবাহ-Love পুরোনো ভিটেতে—মায়া হয়—পাড়াগাঁয়ে মাস্টারি—[যুদ্ধেযোগ দেওয়া] Miss Maxwell-Lewis-যুদ্ধে যোগ দেয়— পার্থিব মেসোপটেমিয়া— বেবিলনের ruins— বৈশিষ্ট্য— কত হাজার হাজার আগেকার ছায়া...আবার জীবন্ত হইয়াউঠে...Marcus Croysus (?) এর Parthian wars Iusal shangle kills (?) কত প্রাণের সঙ্ঘ...

আবার কতদিন পরে গ্রামে আসে...ফিরিয়া আসিয়া দেখে রাজু রায় সেই ছোট্ট চালাঘরে, বাঁশবনের ভিটেয় বসে বসে যাত্রার পালা লিখ্চে... অপুদা সুদ তাগাদা কর্চে, চালে কুমড়োদোলে—বসে বসে ঘাস বাছে—একঘেয়ে জীবনযাত্রা... জনকধারী সিংএর ভাই।

জন্ম-জন্মান্তরে যেন এই বাংলাদেশের গ্রামে, আবার এইগ্রামের পথে পথে ফিরে আসা...।

অপুভাবে—আমার দিদি আমার অনন্তের প্রতীকক ...অনন্তজীবনের পারে সে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে আমার জন্যে...

বাবা মারা গেলে একবার বধুর গ্রামে যায়...একজন unknown মেয়ে আগাইয়া পথে তুলিয়া দিয়া যায়...

মাঝের গ্রাম...দিদি...পূর্ণিমার চাঁদ...

(Azma 6.1.27 আজ সকালে শিশিরসিক্ত ঘাসেবেড়াইতে ধুতুরা ফুল দেখিলাম)।

পথের ধারে মাঠের মধ্যে উইয়ের ঢিবির ওপর ধুতুরা ফুলের ঝাড় দেখে সে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। পাশেই একঝাড় ফুটন্ত আকন্দফুল। দেখেই কী অপূর্ব আনন্দ...তার চোখ ও মন তৈরি হয়েচে, সে সব থেকেই এ বিশ্বের—আনন্দ পায়—৯ কোটি মাইল সূর্য থেকে তেজ নিয়ে এই সামান্য বনের ধুতুরাফুল নিজের কাজ নিঃশব্দে করে যাচ্চে...কেউ দেখুক নাদেখুক...

রেলপথে যেমন রেল কোম্পানি প্লাটফর্ম ফুল দিয়েসাজায়—তেমনি ভগবান এ সৃষ্টির পতিত জমি, মাটি সব। জায়গাই ফুলে ফুলে সাজিয়ে রেখেচে, নানা উদ্দেশ্য সফলহচ্চে—পাখির খাওয়া, সৌন্দর্য সব।

ফুলের ডাল ক্রমে বেগুনী হয়ে আস্চে, সূর্যের আলোর রাসায়নিক কার্য। এই নিয়েই

টীকা

উপরের অংশটি ১৯২৭ সালের জানুয়ারি মাসেরপ্রথম দিকে কখনো ভাগলপুরে, কখনো বা আজমাবাদে বসে বিভূতিভূষণ লিখেছিলেন। শুরুতেই একটি ছোটগল্পের ছক পাওয়াযাচ্ছে। এই ছক থেকেই কি বিভূতিভূষণ "ঠেলাগাড়ি" (বিচিত্রা, কার্তিক ১৩৩৫র, পরে 'মেঘ-মল্লার' সংকলনে গ্রন্থিত) কাহিনীটিলিখেছিলেন ? এটা নিছকই অনুমান। তবে একটি শিশুর মৃত্যু এখানে পরিকল্পিত গল্পটির ছকে আছে। এই পাণ্ডুলিপির গুলুই কি খোকাহয়ে "ঠেলাগাড়ি"তে এসেছিল ?

বিভূতিভূষণের খসড়ায় দেখছি 'Apu IIএ অপুর ছেলেকে নির্জন বৈকালে অপু মুখ ভেঙাইয়া আমোদ দেয়। ছেলে অবাকহইয়া থাকে পরে মুখে ছোট হাত দিয়া বলে উঁ-উঁ-উঁ—অর্থাৎ আবার কর। 'অপরাজিত' উপন্যাসের

কোনো অংশের প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে যদি একে চিনতে হয়, তবে এগিয়ে যেতে হবেউপন্যাসটির ষোড়শ পরিচ্ছেদে !

—কু করো তো খোকা, একটা কু করো !

খোকা উৎসাহের সহিত বাঁশির মতো সুরে ডাকে

—কু-উ-উ—পরে বলে—তুমি কলুন বাবা ?—

অপু হাসিয়া বলে—কু-উ-উ-উ-উ—

খোকা আমোদ পাইয়া নিজে আবার করে—আবার বলে—তুমি কলুন ? (শ. ২ পৃ ১৭০)।

এরপরে খোকা উপন্যাসে আরো বলেছিল, 'খবিছাক এনোবাবা-দিদিমা খবিছাক আঁড়বে—খবিছাক ভালো—।' (ঐ)।উল্লেখযোগ্য যে ১৯২৭-এর জানুয়ারি মাসের খসড়ায় পূর্বোক্তছোটগল্প-ছকে গুলু অসুখের মধ্যে বলছে, 'কপিছাক আঁড়ো' ? ...কপিছাক আঁড়ো ?... টানা পাণ্ডুলিপিরও আগেকার এই খসড়া, যাকে বলা চলে সাহিত্যিকের একান্ত নিভৃত চিন্তার লিপিবদ্ধচেহারা, তার থেকে সাহিত্যের পরিণত অবয়বে আসতে আসতে কত একাধিক চরিত্র যে এক চরিত্রে মিশে যায়, আবার কত এক চরিত্র ভেঙে যায় একাধিক খণ্ডে, সে হদিস সঠিক পাওয়া অসম্ভব।

উপরের পৃষ্ঠাটির অন্য একটি অংশে দেখেছি, বাবা মারাগেলে একবার বন্ধুর গ্রামে যায়...একজন unknown মেয়েআগাইয়া পথে তুলিয়া দিয়া যায়...মাঝের গ্রাম...দিদি...পূর্ণিমায় চাঁদ...। জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ বিভূতি রচনাবলী'র নবম খণ্ডে যে টানা পাণ্ডুলিপিতে "আম আঁটির ভেঁপুর"র প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেখানে 'বন্ধু' বলতে গোকুলের বউকেই বুঝিয়েছে। গোকুলের বউয়ের বাপের বাড়ির গ্রামে অপু 'পথেরপাঁচালী' অথবা 'অপরাজিত'র পরিচিত পাঠে কখনো যায়নি।আর বাবা মারা যাওয়ার পরে তো গোকুলের বউয়ের সঙ্গে অপুর কখনো যোগাযোগই হয়নি। বাবা বেঁচে থাকতে, বাবার সঙ্গেলক্ষ্মণ মহাজনের বাড়িতে যখন গিয়েছিল অপু, লক্ষ্মণ মহাজনের ছোটভায়ের বউকেও অবশ্য 'পথের পাঁচালী'উপন্যাসে বধূ বলেই উল্লেখ করা আছে (পথের পাঁচালী' যোড়শ পরিচ্ছেদ, শ ১, পৃ ৬১-৬৩)। কিন্তু দিদির মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যে অপু গঙ্গানন্দপুরেগিয়েছিল তার দূরসম্পর্কের পিসিমার বাড়িতে। কী একটা পুজো দেওয়ার ব্যাপার ছিল। সেই গ্রাম থেকে ফিরবার পথে অল্পদিনের পরিচিত, অনাথ, অবোধ, ছোট্ট মেয়ে গুল্‌কী অপুকে এগিয়ে দিতে এসেছিল। আকাশে সেদিন পূর্ণিমা কি চতুর্দশীর চাঁদও ছিল ('পথেরপাঁচালী', অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ, শ ১, পৃ ১৩৬-৩৭)। দুর্গার উল্লেখ ছাড়া বিভূতিভূষণের কোনো পাণ্ডুলিপিই প্রায় নেই। এই পৃষ্ঠাটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

সিদ্ধেশ্বর ঘোষের মাতৃহীন ভাগিনেয় বিভূতিভূষণ বসুরগৃহশিক্ষক হিসেবে ১৯২৩ সালে বিভূতিভূষণ প্রথম কলকাতারপাথুরিয়াঘাটায় খেলাতচন্দ্র ঘোষ এস্টেটের বাড়িতে যান। খসড়ায়, 'কত গুলু, কত বিভূতি, কত সুখদুঃখভরা জগৎপ্রবাহ...' অংশে সেই ছাত্র বিভূতিরই উল্লেখ করেছেন কিনা, তা সঠিক বোঝা যায় না। যুদ্ধএবং ইতিহাসের প্রেক্ষিতে যে কটি উল্লেখ এই খসড়ায় মেলে, তারকোনোটিরই টীকার যোগ্য হদিস মিলল না।

মার্চ ১৯২৭

(অপুর পুনর্বিবাহ পুনরাগমন)

Contd. -

একদিন সত্যনারায়ণ সিন্নির নিমন্ত্রণ করিয়া গ্রামেরব্রাহ্মণেরা বিবাহের ঠিক করে—মা সাহস করে না বলেছেলে ওই জন্যই দেশছাড়া হইয়াছে—ছেলে বলে মার যদি মত থাকে—মার মত হয়—গিরিন ও হীরার***—অন্য

জায়গায়বাসা করে—যেখান হইতে বিবাহ করিতে আসে—বাসরে খুবগান গায়—আমি চঞ্চল হে—পরে একদিন সকালে বৌ লইয়াসর্বজয়াসহ পুরান ভিটায় বহুদিন পরে আসে—সকল লোকঝুঁকিয়া আছে—বধূ—সেজঠাকরুণ—মাতোর মা—বিধবারাণু—রাজু রায়—আবার সেই শৈশবের পুরান দিন !... আবারবাঁশপাতা ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়ে।... আবার একদিন কুঠীর মাঠে, সেইরকম বহুদিন পূর্বের কুলতলায় ঘুরিতে হয়। শৈশবের সেইঘেঁটুফুলের ঘ্রাণ আবার আসে—সেই বাতাবী লেবু গাছটা কত বাড়িয়াছে !

গ্রামের প্রান্তে সেই শিশুর সমাধিটা আরো জীর্ণ হইয়াগিয়াছে। ওরই ধারে ছাতিমগাছটা এখনো আছে। তারই ধারে সান্ধ্য নদীজলের ধারে তার দিদি—প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় আজ১৫ বৎসর ধরিয়া তারই ওপর সূর্য সিঁদুর ছড়াইয়াছে—কতজ্যোৎস্না কত তারার আলো।

কোন নীহারিকার বাহু পুঞ্জের আড়ালে কোন দূরজন্মান্তরে আবার হয়তো দেখা হইবে কে জানে ?

অনন্তের পথ ওই তারার পাশ কাটাইয়া দূর হইতে দূরেবিস্তৃত...

একটি খুকিও এই নভেলের প্রথমে আছে। অপুর ছোট বোন। বাখারীর বেড়া দিয়া রাখিতে হয়। এদিক ওদিক ছোটে।ডেওপিঁপড়ে খায়। চৌকী হইতে পড়িয়া যায় কপাল ছড়িয়াযায়। হুপিংকাশে মরে। সোঁদা নতুন কলমীর সোঁদা সোঁদা গন্ধে ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে। সেই যে শৈশব।

Suggestion after Corrections

Apu I

এক ঘন বর্ষার দিনে অপু হঠাৎ ঘরের একটা কোণআবিষ্কার করিয়া ফেলিল। এ কোণে ইহার আগে সে কখনবসে নাই। Snug... সুন্দর মেঘান্ধকার দিনে চমৎকার লাগে...দিদি—দিদি—এখানে একটা কাঁথা পাত্—কেমন রহস্যময় মনেহয়...মনে হয় মায়া জগতের রহস্য এখানে আসিয়া জুটিয়াছে। (ইসমাইলপুর ১৩.৩.২৭ *** *** *** *** নায়েব ঘোড়াকরিয়া আমীনের মাপজোক করিতে গেল।রবি খাঁ পৈতা লইয়া আসিল।)

যে দেশের বনে বনে ফুল, ঝোপে ঝোপে পাখি—কতমাঠে, কত ঘাটে কতদিনের কত মা-বোনের, কত তরুণ-তরুণীর লুপ্ত চরণচিহ্ন কত অশ্রুভরা আনন্দতীর্থ প্রাচীন দিনেরপ্রেমিক-প্রেমিকাদের কত বিস্মৃত গুঞ্জনরব...

Ismailpur 15.3.27

{আজ সারাদিন মনটা বড় খারাপ ছিল, **নামে পত্র লিখে দিয়ে কাল দারোগার সঙ্গে *** *** *** *** বেশ ছেলেটি, জ্যোৎস্নারাত্রে আনন্দের সঙ্গে দেখলুম কাছারিরনতুন *** ***}

সারা পৃথিবীর প্রতি ধূলিকণায় আনন্দ মাখানো। প্রতি ধূলিকণায় কত আনন্দের ইতিহাস জড়ানো তা কে ভেবেদ্যাখে ? কত মানুষের কত সব জীবনের শুভ মুহূর্তগুলি অনন্তকালসমুদ্রে মিশে গিয়েচে কে জানে যে অতীতকালেরপ্রতিমুহূর্তগুলিতে লক্ষ লক্ষ বুকের হাসি কান্না রাঙানো ? ...আজ যে দিনটি এক সুস্থ গ্রাম্য বালকের জীবনের ইতিহাসেআনন্দে আশায় অমর হয়ে রইল, পাঁচহাজার বছর পরে কেদিনটার এ অপূর্ব ইতিহাসের আজকের দিনের এ ছায়াভরাবৈকালের আলোর, গল্পভরা ফাগুন বাতাসের, কতদিন পরেছুটি পেয়ে বাড়ি যাওয়ার পথ চলার আনন্দের ইতিহাস মনে রাখ্বে ? কোথায় যাবে এ বালক, কোথায় যাবে তার আনন্দ !এরকম কত যে চলেগিয়েছে তা কেউ তো জানে না...তবুও আজকের দিনটি ব্যর্থ নয়, মিথ্যে নয়, এত বড় সত্য একটাদিন একজন দশ বৎসরের গৃহবিরহাতুর বালকের মনে আর কখনো হয় নাই... এর প্রতি মুহূর্ত আনন্দের হাসিকান্নার ধরনে বাঁধা। (এদিন থাকবে না, সাত-পুরোনো হয়ে যাবে, এ পাখি, এ গাছপালা মরে যাবে, এ গাঁ লুপ্ত হয়ে যাবে, এ নদী মজেযাবে। হয়তো এ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু ঐ যে আকন্দগাছটা নির্জন ঢিবিতে কাশবনের মাঝে জ্যোৎস্নার

মধ্যেদেখতে পেলুম—আমার শুধু মনে এই হল [আনন্দ ! আনন্দ !]দূর বাংলাদেশের কতশত নদীতীরে, গ্রাম্য মাঠে, নির্জন মাটির মধ্যে ঢিবিতে জ্যোৎস্নারাত্রে ওরকম কতশত ঘেঁটু আকন্দফুলজ্যোৎস্নার আলোয় ফুটে আছে, কত লুপ্ত হয়ে যাওয়া মায়েরহাসি, তরুণ-তরুণীদের হাসি আনন্দ দুঃখ, কত লুপ্ত পদক্ষেপযাওয়া আসার অতীত ইতিহাসে মাখানো সে সব মাঠ, সে সবনির্জন ভিটার ঢিবি। সে সব শিশুদের সে সব অতীত দিনেরলুপ্ত হাসিমুখের আনন্দ আবার যেন ঝাড় বেঁধে আকন্দফুলের দলে ফুটে আছে—তাই ওই আকন্দঝাড়টা দেখে চোখে যেনজল এলো ! আনন্দ ! আনন্দ ! আনন্দকে নেয় কে !...যার আনন্দআসে চাঁদের জ্যোৎস্না থেকে,নীল আকাশের দূর প্রসার থেকে, আকাশের প্রথম তারাটি থেকে রোদপোড়া মাটির সোঁদা গন্ধথেকে, বনমূলার ফুল থেকে, বাঁশঝাড়ের খড় খড় শব্দ থেকে, শৈশবের মায়াময় স্মৃতি থেকে, সেই বাবার এনামেলের ফুটাতামাক রাখার বাসনটা—সেই কত দিনের নদীর ধারে কত একাএকা বেড়ানো—তার আনন্দ কে কেড়ে নেবে ?

সত্যের শক্তি বড় বেশি। সত্যের শক্তি আসে ওই ওঠা চাঁদটা থেকে—ওই নক্ষত্রটা থেকে এতই অপার অসীম নাক্ষত্রিক শূন্য থেকে—ওদের সঙ্গে সত্য এক।

দূরপ্রসারী শ্যামলতা সত্যকে পবিত্র করেচে, পাখিরগান ওকে আনন্দময় করেচে। অনন্ত শূন্যের ভ্রাম্যমাণ বিশালবস্তুপিণ্ড, বিরাট জগৎপুঞ্জ ওকে শক্তিদান করেচে...সত্যেরবাণী তা অনন্তকালের বাণী !

সত্য আত্মাকে যে শক্তি দান করে, তা দৃশ্যমান সৃষ্টিরপিছনে যে জাগতিক শক্তি আছে তার সঙ্গে এক। কারণ তার সে শক্তি, সে সত্যেরই শক্তি।

Apu II

অপুর দালাল জীবন—তিন ইঞ্চি তিন ২'—একটাদোকানদারের অভদ্রতা—একদা পুলকের আত্মনির্ভরতা—মূল গানে*** হার থেকে সেখানেও দিদির স্বামীর office-এঘোরে—সে পর্যন্ত যায় না—অদ্ভুত ঘোর ক্লাইভ স্ট্রীট গিয়েআবিষ্কার হয় ?

Apu II ইসমাইলপুর 15.3.27

অপু বোর্ডিং থেকে morning school এর পর এসে দুপুরে বিছানায় শুয়ে থাকতো—হেঁটে শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত...মাভাবতো বাঁচা গেল ! আজ যেন বাড়িটা ভর্তি মনে হল—অপুভাবতো স্কুলের শত অত্যাচার, task-এর কড়াকড়ি।হোড্‌মাস্টারের রক্তচক্ষুর আড়ালে এ যেন আবার সেইপুরাতন, পরিচিত শৈশবের স্নেহ-ভরা গাছপালার কোলে ফিরেএলাম !..নদীর ধারের কত বনগাছের জন্য, কত ঝোপঝাপ, ভাঙা ভিটা চণ্ডীমণ্ডপের জন্য তার বুকের মধ্যে কেমন কর্ত...সে কি বিরহ ! সেই বালা বন সম্বন্ধে বসে বসে লেখা,—সে সব বিকেলে দেখে বেড়াতো—একা নৌকা নিয়ে নদীতে বেড়াতো, সেই ছায়া, সেই রাঙা রোদ, সেই গাঙশালিকের ঝাঁকওড়া উঁচু মাটির পাড়, সেই ঠান্ডা নদীজল কতদিনের কত স্মৃতিমাখানো।...কত পরিচিত, কত প্রিয়।..

কোথায় সংস্কৃত ব্যাকরণের exercise, কোথায় হেড্‌মাস্টারের বোর্ডিং discipline...

Apu II a character

একটি ঠাকুর সর্বদা বকুনি খায়...ভুল করে...তাকেএকজন চাবুক মারে...গায়ের রক্ত মুছে কাজে লাগে...মেয়েটিজানিয়ে দেয়...

Imp. observation on style

(16.3.27 Ismailpur)

আজ প্রথম বড় গরম পড়েচে—আমীনের ঘর করবারজন্য রামদেব মেজাজ কর্‌চে...আমীন গান গায়—হরিচন্দ্র ডোমঘরে গাইত—দয়া হোই জী...রামদেব খুব হুকুম চালাচ্ছে...

অল্প জায়গার মধ্যে বেশি চরিত্রের সমাবেশ অনায়াসে করা যায়। সবসময় সে সব চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতেই হবে তারমানে নেই। অনেক সময় শুধু একঘেয়েমিটা কাটিয়ে দেবারও মনে নতুন নতুন কৌতূহল জাগাবার জন্যেই নতুন নতুনচরিত্রের সমাবেশ বড় আনন্দদায়ক হয়।

ভগবানের সৃষ্টি দেখে সৃষ্টির কৌশলটুকু শিখ্‌তে হবে। Variety একটা বড় জিনিস সৃষ্টির—variety-তে কার্পণ্য নাই, poverty নেই। এইরকম variety সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যেও চাই।মানুষের মন সবরকম নতুনকে খোঁজে—নতুন মানুষ, নতুনরস, নতুন আবহাওয়া।

এক এক আবহাওয়া পুরাতন হয়ে পড়ে যাওয়াচাই—অনেকদিনের অনেকদিনের। আজ যে চরিত্রের সংহতিও আবহাওয়া অত্যন্ত পরিচিতও একমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বলিয়ামনে হইতেছে—হঠাৎ তা বদলে দিয়ে নবনব চরিত্র ও সম্পূর্ণনতুন ধরনের আবহাওয়ার মধ্যে গিয়ে পড়্‌তে হবে—এক একসংহতি বদলে বহুদিনের দূরের বলে মনে হবে। নির্মমভাবেছেটে ফেলতে হবে পুরাতন ও পরিচিত সংহতিকে—তবেমনে সৃষ্টির আসল আর্টটুকুকে ধরা যাবে—পুরাতন যখন হঠাৎএকদিন নবীন হয়ে দেখা দেয়...সেই অবকাশটুকু পুরাতনকেদেবার জন্যেই তাকে ছেঁটে ফেলা।

তারা ছাড়া ভাষা চাই ভালো। শব্দ ব্রহ্ম সাধে বলে নি। শব্দের শক্তি অসীম। বড় ভাব হলেই হয় না—উপযুক্তভাষা মনের মধ্যে যে অপূর্ব আনন্দলোকের সৃষ্টি করে তা সবসময় লেখকের যে বক্তব্য প্রকাশ্যে সাহায্য করে তা নয়,—সেবক্তব্যটুকু ছাড়াও বা অনেকসময় সেটুকুকে একেবারেই বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ অন্য এক কল্পলোকের দুয়ার পাঠকের মনে খুলে দিয়ে থাকে। তাছাড়া ভাষা ও উপযুক্ত সংযত ও সুন্দর শব্দে সে পদ লেখকের সম্বন্ধে পাঠকের মনে একটা নির্ভরতারও বিশ্বাসের ভাব জাগিয়ে তুলে। যেমন যে শিক্ষকের উপরছাত্রের বিশ্বাস নেই, তাঁর অধ্যাপনা ছাত্রমনে বিশেষ কার্যকরীহয় না, তদ্রপ লেখকের ক্ষমতার প্রতি পাঠকের বিশ্বাস না জন্মাতে পারলে সে লেখায় উপভোগের বস্তু কমে যায়।প্রত্যেক পদকে পরীক্ষা করে দেখো slip show লেখার চেয়ে না লেখাই ভালো।

টীকা

এই খসড়াতেও উপন্যাসের পরিকল্পনা থেকে বিভূতিভূষণ সাহিত্যিকের দিনলিপিতে চলে গেছেন একাধিকবার। সাহিত্যেরভাষা এবং বিষয় নিয়ে কিছু মূল্যবান মন্তব্যও খসড়ার শেষের দিকে আছে। এই খসড়ায় এমন অনেক পরিকল্পনা দেখছি, যা উপন্যাসের চরম অবয়বে পৌঁছতে পৌঁছতে বদলে গেছে।

মূলত দুটি টীকা এই অংশটির ক্ষেত্রে জরুরি। বিভূতিভূষণখসড়াটিতে Apu I-এর প্রথম উল্লেখের ঠিক আগেই লিখেছেন ‘একটি খুকিও এই নভেলের প্রথমে আছে। অপুর ছোট বোন... হুপিংকাশে মরে। বলা বাহুল্য, এমন কোনো খুকি ‘পথের পাঁচালী’তে ছিল না। কিন্তু বিভূতিভূষণের ঠিক পরের ভাই ইন্দুভূষণের (জন্ম ১৮ ভাদ্র ১৩০৪) বাল্যকালেই মৃত্যু হয়। মহানন্দ তখন সা-গঞ্জ কেওটায় সপরিবারে বাস করেছিলেন। ইন্দুভূষণেরহুপিংকাশ হয়, তখন এ রোগের কোনো চিকিৎসাও ছিল না।ইন্দুভূষণের মৃত্যুর সময় বিভূতিভূষণের বয়স খুবই কম। কিন্তু প্রৌঢ় বয়সেও অকালমৃত এই রূপবান সহিষ্ণু ভাইটির কথায়বিভূতিভূষণের গলা ভারি হয়ে আসত। চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়ের ‘অপরাজিত বিভূতিভূষণ’ বইতে এই তথ্য আছে (পৃ ২৭-২৮)।১৯২৭-এর সাহিত্যিক পরিকল্পনায় বিভূতিভূষণ কি বাল্যের ওই বিষণ্ণ স্মৃতিকে প্রত্যক্ষেই উপন্যাসে গ্রথিত করতে চেয়েছিলেন ? পরে কি তেমন আয়োজন জীবন আর সাহিত্যেরসেতুবন্ধনে অনুপযুক্ত ঠেকেছিল ? তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্যইন্দুভূষণের মৃত্যুর কারণ হিসেবে টাইফয়েডের উল্লেখ করেছেন (“বিভূতিভূষণের পারিবারিক জীবন”, “অনুষ্টুপ’ শারদীয় ১৯৯৬, ক্রোড়পত্র ১ পৃ ৫)।

অন্য টীকাটি পাণ্ডুলিপির 'Ismailpur 15.3.27 আজসারাদিন মনটা বড় খারাপ ছিল, *** নামে পত্র লিখে দিয়েকাল দারোগার সঙ্গে ***' অংশটিকে কেন্দ্র করে। এখানে যেচিঠির উল্লেখ আছে, সেটি খুবই সম্ভব 'জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণবিভূতি রচনাবলী'র সপ্তম খণ্ডে (পৃ ৭৩৪-৭৩৯) প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯৪ সালে তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে আমিতখনো অপ্রকাশিত চিঠিটি অপ্রত্যাশিত দেখতে পাই এবং ১৯৯৫সালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত জীবনীগ্রন্থ 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়'তে সেটি ব্যবহার করি (পৃ ২১৩-২১৬)। কিন্তুচিঠিটির প্রাপক সম্বন্ধে কোনো নিশ্চিত ধারণা করা কি সম্ভব ? চিঠিরশেষে আছে, 'জমিদারবাবুকেও সকল কথা খুলিয়া বলিলে তাঁহারওঅমত হইবে না এমত আশা হয়। '(শ ৭, পৃ ৭৩৯)। অর্থাৎ চিঠিরপ্রাপক নিশ্চয় 'জমিদারবাবু' নন। আর ১৯২৭ সালের খেলাতচন্দ্রঘোষ এস্টেটের জমিদারবাবু সিদ্ধেশ্বর ঘোষ ছাড়া আর কেই বাহতে পারেন ? চিঠির তারিখ ১৬ মার্চ ১৯২৭। মার্চ ১৯২৭-এর পাণ্ডুলিপিতে আমরা ১৫ মার্চে বিভূতিভূষণের মন খারাপ এবং 'কাল' 'পত্র পাঠানোর উল্লেখ পাচ্ছি। তবে কার নামে যে চিঠিটিপাঠানো হচ্ছে, তা বিভূতিভূষণের হস্তাক্ষর থেকে উদ্ধার করা গেল না। কিন্তু প্রায় নিশ্চিত বলা যায় 'নামে'র আগের কথাটি 'জমিদার', 'জমিদারবা'বু', বা 'সিদ্ধেশ্বরবাবুর মধ্যে কোনো একটিও নয়। সুতরাং সপ্তম খণ্ডে প্রকাশিত চিঠিটিকে 'পাথুরিয়াঘাটার সিদ্ধেশ্বরঘোষ-কে লেখা পত্র (শ ৭, পৃ ৭৩৮) হিসেবে চিহ্নিত করায় একটাখট্‌কা থেকেই গেল।

অক্রুর সংবাদ-এর বর্জিত সুচনা থেকে 'মার্চ ১৯২৭' পর্যন্ত ছয়টিঅংশের পাণ্ডুলিপি পাঠোদ্ধার ও সংকলন করেছেন রুশতী সেন। টীকাগুলিওতার তৈরি করা।